ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন

জানুয়ারি-জুন ২০১৬

০১ জুলাই ২০১৬

সুচীপত্র

ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ৪

ক. সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন ৬

রাজনৈতিক সহিংসতা ৬

প্রথম থেকে ষষ্ঠ ধাপ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনী সহিংসতায় ১৪১ জন নিহত ৭

১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মে পর্যন্ত ২১টি পৌরসভার নির্বাচন ১০

খ. রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দায়মুক্তির সংস্কৃতি ১২

ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ ১২

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ১৪

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধ ১৫

নির্যাতনে মৃত্যু ১৫

গুলিতে মৃত্যু ১৫

নিহতদের পরিচয় ১৫

রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন ১৬

অমানবিক আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব ১৭

গ.কারাগারের অবস্থা ও গণ গ্রেফতার ১৮

কারাগারে মৃত্যু ১৮

গণগ্রেফতার ও কারা পরিস্থিতি ১৯

অবৈধ আটকাদেশ ২০

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর গণ্ডামারা এলাকাবাসীর ওপর পুলিশী হামলা ও হয়রানি ২১

ঘ.মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং নিবর্তনমূলক আইন ২২

মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ২২

সভা-সমাবেশ এর অধিকার ২৩

নিবর্তনমূলক জাতীয় সম্প্রচার আইনের খসড়া প্রকাশ ২৩

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬ এর খসড়া ২৩

বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)'র ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিধান রেখে বিল চূড়ান্ত ২৪

পত্রিকা বন্ধের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত ২৫

র‍্যাবের নজরদারীতে সোশ্যাল মিডিয়া ২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩) ২৫

ঙ.সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২৬

সাংবাদিকদের ওপর হামলা ২৬

মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে বিরতিহীন মামলা ও হয়রানি ২৬

প্রবীণ সাংবাদিক শফিক রেহমান গ্রেফতার ২৭

তিন বছর ধরে জেলে আটক মাহমুদুর রহমান ২৭

চ.ভিন্নমতাবলম্বি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ হত্যা ২৮

ছ. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সহিংসতা ২৯

জ. গণপিটুনীতে মৃত্যু ৩০
ঝ. সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন ৩০
তৈরি পোশাক শিল্প ৩১
ট. নারীর প্রতি সহিংসতা ৩১
যৌতুক সহিংসতা ৩২
ধর্ষণ ৩২
যৌন হয়রানি ৩৩
এসিড সহিংসতা ৩৪
ঠ.মিরপুরের কল্যাণপুর পোড়াবস্তি উচ্ছেদ অভিযান ৩৪
ড. মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা ৩৫
নির্বাচন পর্যবেক্ষণকালে অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী গুলিবিদ্ধ ৩৫
অধিকারের কর্মকাণ্ডে বাধা ৩৫
সুপারিশসমূহ ৩৬

ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসের পরিস্থিতি এই উদ্বেগকে আরো ঘনীভূত করেছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের পর থেকে রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, প্রয়োজনীয় এবং কার্যকর জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব এবং ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন ছিলো বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন), নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য। এরপর থেকে অনুষ্ঠিত সবগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা এবং ভোট জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে। জনগণের কাছে দায়বদ্ধ না থেকে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার চেষ্টার কারণে এবং প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করায় ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা একরকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এবং সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এই ছয় মাসে ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা বিরোধীদলের নেতাকর্মী, সরকারি কর্মকর্তা ও সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করেছে এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অন্তর্দলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছে।

এই সমস্ত সংঘর্ষ ও ধ্বংসাত্মক পরিবর্তনের কারণে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রতিককালে সংশোধীত এবং পাশ হওয়া বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন, যা মানুষকে নিপীড়ন ও নিগ্রহ করার কাজে ব্যবহৃত হবার আশংকা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত হচ্ছে এবং বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীসহ সাধারণ মানুষের ওপর দমনপীড়ন অব্যাহত আছে। এর পরিণতি হিসেবে রাজনীতিতে চরমপন্থার উত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে মানবাধিকার কর্মীরা বারবার সতর্ক করলেও সরকার দমনপীড়ন অব্যাহত রেখেছে। এই সময়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর আক্রমণ হয়েছে এবং অনেককে হত্যা করা হয়েছে। যার মধ্যে কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে একটি 'চরমপন্থী' সংগঠন। এই সময়ে সরকারের বিরুদ্ধে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও পায়ে সরাসরি গুলি করার অভিযোগ জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা এবং কথিত 'চরমপন্থী'দের দমন অভিযানের নামে সারাদেশে গণগ্রেফতার চালানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ২০১৬ সালের জুন মাসে ১৫ হাজারের বেশি মানুষকে বিনাবিচারে আটক করা হয়েছে গণহারে গ্রেফতারের উন্মাদনার অংশ হিসেবে। গণগ্রেফতারের ফলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, এমনকি পথচারী ও শিশুরাও গ্রেফতারের শিকার হয়েছেন। কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি ঠেঁসে রাখা হয়েছে। এই সময়েই ২২ জন বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। বর্তমানের এই বিপদাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কেউই নিরাপদ নন। এছাড়া সংবাদমাধ্যমগুলোতে সরকারের হস্তক্ষেপ বেড়েছে। সাংবাদিকদের গ্রেফতার, দীর্ঘদিন জেলে আটকে রাখা এবং রিমান্ডে নেয়ার ঘটনাও অব্যাহত থেকেছে এই ছয় মাসে। সামাজিক মাধ্যমগুলোতে সরকারের নজরদারি বেড়েছে এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লেখালেখির কারণে মামলা ও গ্রেফতারের ঘটনা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায়

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র হাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতন ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো ছিল অব্যাহত; যেগুলোর জন্য কোন গ্রহণযোগ্য ক্ষতিপূরণ কিংবা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। বছরের প্রথম ছয় মাসে সভা-সমাবেশে বাধা, গণপিটুনিতে মৃত্যু, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলাসহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিও ছিল অব্যাহত। এই সময়ে *অধিকার* এর ওপর হয়রানি চলমান থেকেছে এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন পর্যবেক্ষণকালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় একজন মানবাধিকার কর্মীর পায়ে গুলি করেছে পুলিশ। এই ছয় মাসে আরো কয়েকটি নিবর্তনমূলক আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে যা ভবিষ্যতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোকে আরো কঠোরভাবে দমন করার কাজে ব্যবহার করা হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে এবং বর্তমানে বলবৎ নিবর্তনমূলক আইনগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেকগুলো ঘটনা ঘটানো হয়েছে। গত ছয়মাসে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। সার্বিকভাবে বলতে গেলে গত ছয় মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। সরকারের ক্রমাগত হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে *অধিকার* ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।[১]

পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-জুন ২০১৬*

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড		ক্রসফায়ার	৬	১০	১১	৭	৩	২৫	৬২
		গুলিতে নিহত	২	০	০	৪	০	০	৬
		নির্যাতনে মৃত্যু	১	২	০	০	২	১	৬
		মোট	৯	১২	১১	১১	৫	২৬	৭৪
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি			২	০	২	৩	০	০	৭
গুম			৬	১	৯	৯	১২	১১	৪৮
কারাগারে মৃত্যু			৮	৩	৪	৫	৯	৫	৩৪
ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন		বাংলাদেশী নিহত	৩	১	১	২	৪	৪	১৫
		বাংলাদেশী আহত	৪	৪	০	২	৩	৪	১৭
		বাংলাদেশী অপহৃত	০	৫	০	২	০	১০	১৭
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ		আহত	৯	২	৫	৬	৬	৭	৩৫
		লাঞ্ছিত	৯	১	০	০	০	০	১০
স্থানীয় সরকার নির্বাচন	পৌরসভা নির্বাচন	নিহত	০	০	১	০	০	০	১
		আহত	০	০	৫৮	০	০	০	৫৮
	ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন	নিহত	০	২	৪১	২৮	৪৭	২৩	১৪১
		আহত	০	১৪০	২১২৭	১২০০	১৪৯৯	৭০০	৫৬৬৬
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			২২	১৯	১৫	১৬	১২	২০	১০৪
ধর্ষণ			৫৯	৫৭	৬০	৭৭	৭১	৫১	৩৭৫
যৌন হয়রানীর শিকার			২৭	২৩	২০	২৬	১৬	১৯	১৩১
এসিড সহিংসতা			৪	৪	৩	৪	৪	১	২০
গণপিটুনীতে মৃত্যু			২	১১	৫	৬	৩	৭	৩৪
তৈরি পোশাক শিল্প		নিহত (আগুনে পুড়ে)	০	০	০	০	৩	০	৩
		আহত	২৫	৩১	১২	৩৪	১৮	৪৬	১৬৬
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার			১	৪	০	১	১	৩	১০

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

[১] বিস্তারিত তথ্যের জন্য *অধিকার* এর জানুয়ারি - মে পর্যন্ত মাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদনগুলো দেখুন www.odhikar.org

ক. সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় মোট ১৭২ জন নিহত ও ৭১৭৪ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া এই সময়ে আওয়ামী লীগের ২১৮ টি এবং বিএনপি'র ১০ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৪২ জন নিহত ও ২৩৮০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অপরদিকে, বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩ জন নিহত ও ১১০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

২. ২০১৬ সালে মার্চ মাস থেকে শুরু করে জুন পর্যন্ত সময়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত সংঘাতময়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের ২২ মার্চ থেকে শুরু হওয়া ছয় ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ এবং মেয়াদত্তীর্ন হওয়ায় কয়েকটি পৌরসভার নির্বাচন ব্যাপক সহিংসতা, কারচুপি ও জালভোটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত হওয়া এই নির্বাচনে সহিংসতা দেশের গ্রামেগঞ্জে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক প্রানহানী ঘটে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন ছয়টি ধাপে মোট ৪২৭৫টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরই নির্বাচনী সহিংসতা ব্যাপক আকার ধারণ করে; যা মনোয়নপত্র জমা দেয়া থেকে শুরু করে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। গত ২২ মার্চ নির্বাচন শুরু হয় এবং ছয়টি ধাপে এই নির্বাচন ৪ জুন শেষ হয়। এই ছয় ধাপের নির্বাচনে হত্যা, সহিংসতা, কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়া, জাল ভোট দেয়া, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর মাধ্যমে সরকার মনোনীত দলীয় প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করা হয়েছে।[২]

রাজনৈতিক সহিংসতা

৩. জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থার অভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরমভাবে ভঙ্গুর ও বিস্ফোরণমুখ হয়ে উঠেছে। সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চলছেই। তারা বিরোধীদলের নেতাকর্মী, সরকারি কর্মকর্তা ও সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করছে এবং নিজেদের বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অন্তর্দলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়ছে। এই কোন্দলের কারণে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের নিজেদের মধ্যেও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। এইসব বেশিরভাগ ঘটনায় ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বিচারের আওতায় আনা যায়নি। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো:

৪. ১১ এপ্রিল ঢাকার শিক্ষা ভবনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম-সম্পাদক মিজানুর রহমানের সমর্থকদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহসিন হল শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সোহেল রানা মিঠুর সমর্থকদের মধ্যে ৪৪ কোটি টাকার টেন্ডারের দখল নিয়ে সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ঘটনায় ১০ জন আহত হয়।[৩] মুন্সীগঞ্জ জেলা শহরের ৯নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান বাবুলের সঙ্গে শহর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেনের মধ্যে বিরোধের জের ধরে ১২ জুন পাঁচঘড়িয়াকান্দি গ্রামে সাজ্জাদ হোসেন সাগরের সমর্থক রং মিস্ত্রি জনি শেখকে বাড়ি থেকে বের করে গুলি করে হত্যা করে ওয়াহিদুজ্জামান বাবুল, ছাত্রলীগ নেতা নিবিড় ও অপু। এই সময় এলোপাথারী গুলিতে কালু বেপারী (৩০) ও ভ্যানচালক মানিক সরকার গুলিবিদ্ধ হন। পুলিশ তিনটি

[২] বিস্তারিতের জন্য অধিকারএর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের প্রতিবেদনগুলো দেখুন
[৩] যুগান্তর, ১২ এপ্রিল ২০১৬

বিদেশী পিস্তল, ৪টি গুলির ম্যাগজিন ও ২৩ রাউন্ড গুলিসহ ওয়াহিদুজ্জামান বাবুল, ছাত্রলীগ নেতা নিবিড় ও অপুকে গ্রেফতার করেছে।[৪]

প্রথম থেকে ষষ্ঠ ধাপ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনী সহিংসতায় ১৪১ জন নিহত

৫. প্রথম থেকে ষষ্ঠ ধাপ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনী সহিংসতায় মোট ১৪১ জন নিহত ও ৫৬৬৬ জন আহত হন। নিচে সহিংসতার দুটি উদাহরণ দেয়া হলো:

৬. ২২ মার্চ প্রথম ধাপের নির্বাচনে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার ধানিসাফা ইউনিয়নের ধানিসাফা ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী হারুন অর রশীদের পক্ষে দেয়া ৭৪৬টি ব্যালট বাতিল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে তাঁর কর্মী-সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রিজাইডিং অফিসারকে অবরুদ্ধ করে রাখে। এই খবর পেয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কাজী জিয়াউল বাসেতের নেতৃত্বে র‍্যাব ও বিজিবি সেখানে উপস্থিত হয়। এই সময় উপস্থিত জনতা তাদের গাড়ি অবরুদ্ধ করলে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে বিজিবি ও র‍্যাব গুলি চালায়। ফলে ৬ জন নিহত এবং ২৫ জন আহত হন।[৫]

৭. ৩১ মার্চ দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জের হযরতপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সকাল আনুমানিক ১০ টায় আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী আনোয়ার হোসেন আয়নালের ১০/১২ জন সমর্থক মধুরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করে পোলিং অফিসারের কাছ থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আনোয়ার হোসেন আয়নালের সমর্থক রানা মোল্লার নেতৃত্বে ২০/২৫ জন সশস্ত্র যুবক পুনরায় ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করে। এরপর তারা ছয়টি বুথ দখল করে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এই সময় সেখানে অবস্থানরত ভোটার ও পোলিং এজেন্টসহ অন্যরা ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। এক পর্যায়ে ওই যুবকরা পিস্তল দিয়ে গুলি করতে করতে ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করে। এই সময় চাচার সঙ্গে নিজ স্কুলে ভোট দেখতে আসা শিশু শুভ কাজীর (১০) পেটে ও বৃদ্ধা হাজেরা বেগমের মাথায় গুলি লাগে। শুভকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।[৬]

বরিশাল সদরের রায়পাশা- কড়াপুর ইউনিয়নে পপুলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাল ভোট দেয়া নিয়ে দুই চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ। বাবুগঞ্জের মাধবপাশা ইউনিয়নে চন্দ্রদ্বীপ স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রের পাশে পুকুরে ভাসছে ব্যালট পেপার| ছবি- যুগান্তর

[৪] মানবজমিন, ১৩ জুন ২০১৬
[৫] মানবজমিন, ২৩ মার্চ ২০১৬
[৬] প্রথম আলো, ১ এপ্রিল ২০১৬

ঝালকাঠির রাজপুরে গালুয়া উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে এক ব্যক্তি ব্যালট পেপারে সিল মারছে। ছবি- বাংলার চোখ/স্টার

ছবি- যুগান্তর

পটুয়াখালীর কনকদিয়া নারায়ণপাশা প্রাইমারী বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ছিনতাইকৃত ব্যালটবাক্স। ছবি- বাংলার চোখ/স্টার

ভোলা সদর উপজেলার রাজাপুরে নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহের সময় পুলিশের গুলিতে আহত অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মী এবং এনটিভির ভোলা প্রতিনিধি আফজাল হোসেন (ছবি- অধিকার)

বুথের গোপন কক্ষে কিছু একটা করছেন একজন পুলিশ কর্মকর্তা। তার বাম হাতে ছিল একটি পুরো ব্যালট বই, ডান হাতে দ্রুত মারছিলেন সিল। ছবি- মানবজমিন

কেরানীগঞ্জের হযরতপুর ইউনিয়নের নির্বাচনে ভোটগ্রহণের সময় সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত শিশু শুভর লাশ নিয়ে স্বজনের আহাজারি। ছবি- নয়া দিগন্ত

১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মে পর্যন্ত ২১টি পৌরসভার নির্বাচন

৮. ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ২৫ মে পর্যন্ত ২১টি পৌরসভার নির্বাচন কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, সংঘর্ষ ও অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৭]

৯. গত ১৫ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি ও ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরসভার নির্বাচন কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, সংঘর্ষ ও অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সীমানা জটিলতা ও মেয়াদপূর্তি না হওয়ায় এই দুই পৌরসভায় গত ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচন হয়নি। চাঁদপুরের শাহরাস্তি পৌরসভায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বহিরাগতরা যোগ দিয়ে পাঁচটি ভোটকেন্দ্র দখল করে বলে অভিযোগ করে বিরোধী প্রার্থীরা। একটি কেন্দ্র থেকে ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের অভিযোগে ওই কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়। এছাড়া তিনটি কেন্দ্র দখল নিয়ে সংঘর্ষে ১০ জন আহত হন। ভোলার চরফ্যাশন পৌরসভার বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী আমিরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, ভোটারদের নৌকার পক্ষে সিল দিতে বাধ্য করা হয়েছে। কমপক্ষে চারটি কেন্দ্র সরকারদলীয় সমর্থকরা দখল করে জাল ভোট দিয়েছে।[৮]

১০. গত ২০ মার্চ ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর পৌরসভা নির্বাচনে কোন কেন্দ্রেই শৃঙ্খলা ছিল না। কেন্দ্রের ভেতরে দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের সহয়তায় ব্যালটে সিল মারার ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থীর পক্ষে জাল ভোট দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের মাথায় ছিল নৌকার প্রতীক ছাপা লাল ফিতা। প্রতিটি কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের নেতারা অবস্থান করে জাল ভোট দেয়ার বিষয়টি তদারকী করেন। পুনিয়াউট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে কাউন্সিলর প্রার্থী শাহ আলমের সমর্থকরা হাতবোমা নিয়ে হামলা চালায়। এরপর তারা প্রিজাইডিং অফিসার মঞ্জুর হোসেন চৌধুরীকে মারধর করে এবং ৭/৮টি ব্যালট বই, ৫টি সিল ও নির্বাচন পরিচালনার সরঞ্জাম ছিনিয়ে নেয়। প্রিজাইডিং অফিসার মঞ্জুর হোসেন চৌধুরী সাংবাদিকদের এসব কথা বলার সময় কর্তব্যরত একজন ম্যাজিস্ট্রেট মঞ্জুর হোসেন চৌধুরীকে থামিয়ে দেন এবং এই সব কথা বলতে নিষেধ করেন।[৯]

---

[৭] বিস্তারিতের জন্য *অধিকার* এর ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও মে মাসের প্রতিবেদনগুলো দেখুন

[৮] প্রথম আলো, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

[৯] মানবজমিন, ২১ মার্চ ২০১৬

সোনাগাজীতে এভাবেই ভোট গ্রহণ হয় | ছবি- নয়া দিগন্ত

ফেনীর ছাগলনাইয়া পাইলট হাইস্কুল কেন্দ্রে সিলমারা ব্যালট বই নিয়ে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার সিরাজ উদ্দৌলা (বাঁয়ে) ; ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা পৌর নির্বাচনে জালভোট| ছবি- নয়া দিগন্ত

ফেনীর ছাগলনাইয়ায় একটি ভোটকেন্দ্রে দূর্বৃত্তরা জালভোট দিচ্ছে আর প্রিসাইডিং অফিসার তা চেয়ে চেয়ে দেখছেন: ছবি- যুগান্তর

খ. রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দায়মুক্তির সংস্কৃতি

১১. ২০১৬ সালের প্রথম ছয় মাসে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দায়মুক্তির কারণে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন, অবৈধ আটকাদেশ এবং কারাগারে মৃত্যুর অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অমানবিক আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

১২. গুম রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার যা মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। গুম হওয়া ব্যক্তিরা প্রায়ই নির্যাতনের শিকার হন এবং গুমের পর অনেককেই হত্যা করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যায়না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মমভাবে দমন করার কাজে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে ফলে তারা গুম সহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছে।

গুমের শিকার ব্যাক্তিদের স্বরণে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ উপলক্ষে ভিক্টিম পরিবারের সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের ফিরে পাওয়ার দাবীতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন। ছবি ঃ অধিকার

১৩. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ৪৮ জনকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৬ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ২২ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বা তাঁদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ২০ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। কয়েকটি ঘটনা নিচে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলোঃ

১৪. ১৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম নগরীর কর্নেলহাট এলাকার সুগন্ধা ট্রেড সেন্টার নামের একটি দোকান থেকে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সদস্য (ডিবি) পরিচয় দিয়ে এক দল লোক দোকান মালিক ফখরুল ইসলাম ও তাঁর ভাই ওমর ফারুক এবং অন্য দুই জন যুবক নাজমুল হাসান ও হাসান কাউসারসহ মোট চার যুবককে ধরে নিয়ে ৬ দিন ধরে অজ্ঞাত জায়গায় আটকে রাখার পর ২০ জানুয়ারি পল্টন থানায় দায়ের করা ২০১৩ সালের একটি গাড়ি পোড়ানোর মামলায় তাদেরকে গ্রেফতার দেখায় বলে জানান হাসান কাউসারের ভাই নুরুল বারী।[১০] ২৯ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুঠি দূর্গাপুর মাদ্রাসার শিক্ষক আবু হুরাইরার (৫৫) লাশ যশোর-চৌগাছা সড়কের আমবটতলা থেকে উদ্ধার করা হয়। আবু হুরাইরার ভাই আবদুল মালেক জানান, ২৪ জানুয়ারি তাঁর

[১০] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

ভাইকে তাঁর কর্মস্থল কুঠি দূর্গাপুর মাদ্রাসা থেকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্য পরিচয়ে একদল লোক তুলে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁর আর কোন খোঁজ ছিল না। এই ঘটনায় ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি জিডি করা হয়েছে।[১১] ২ মার্চ সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় ঝিনাইদহ শহর থেকে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ (৬২) কে তুলে নিয়ে যায় সাদা পোশাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু সদস্য।[১২] এরপর ১৮ মার্চ গভীর রাতে মোহাম্মদকে আটক করেছে বলে দাবি করে পুলিশ।[১৩] ১৭ মার্চ ২০১৬ রাত আনুমানিক ১:০০টায় সিএনজি অটোরিক্সাযোগে বাসায় ফেরার পথে রাজধানীর কচুক্ষেত এলাকা থেকে সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ তানভীর আহমেদ জোহাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।[১৪] বাংলাদেশ ব্যংকের রিজার্ভ থেকে ৮ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার চুরি যাবার পর তানভীর আহমেদ জোহা নিজেকে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচয় দিয়ে গণমাধ্যমে বিভিন্ন বক্তব্য দেন।[১৫] অপহরণের ৬ দিন পর ২৩ মার্চ রাত আনুমানিক ২:০০ টায় তানভীর আহমেদ জোহাকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা 'উদভ্রান্ত' অবস্থায় তাঁর বাসায় পৌঁছে দেয়।[১৬] ১৮ মার্চ ২০১৬ আনুমানিক দুপুর ২:০০টায় ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌর শহর শাখা ইসলামী ছাত্র শিবির সভাপতি আবুজার গিফারীকে বাড়ির সামনে থেকে হাতকড়া পড়িয়ে মোটরসাইকেলে করে ডিবি পরিচয়ে সাদা পোশাকের চারজন অস্ত্রধারী তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন আবুজার গিফারীর পিতা নূর ইসলাম। এরপর থেকে তাঁর ছেলের কোনো খোঁজ না পাওয়ায় থানায় জিডি করতে গেলে থানা তাঁর জিডি নেয়নি।[১৭] ১৩ এপ্রিল যশোর সদর উপজেলার হৈবতপুর ইউনিয়নের বরেমপুর মাঠে তাঁর লাশ পাওয়া যায়।[১৮] ১০ এপ্রিল বিকেলে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ঈশ্বরবা গ্রামের জামতলা থেকে কালীগঞ্জ শহীদ নুর আলী কলেজের প্রথম বর্ষের মানবিক বিভাগের ছাত্র সোহানুর ইসলামকে একটি ইজিবাইকে করে এসে চারজন অপরিচিত লোক তুলে নিয়ে যায় বলে স্থানীয়রা জানান। এদিকে কালীগঞ্জ থানার ওসি আনোয়ার হোসেন ও ডিবি পুলিশ সোহানুর ইসলামকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে এবং বিভিন্ন অজুহাতে কালিগঞ্জ থানা এই ব্যাপারে জিডি নেয়নি।[১৯] এরপর ২০ এপ্রিল সকালে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার খাড়াগোদা গ্রামের পান্নাতলা মাঠে সোহানুরের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়।[২০] ১৪ এপ্রিল শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার গারো পাহাড়ের গজনী গ্রাম থেকে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির সদস্য প্রভাত মারাক (৬০), বিভাস সাংমা (২৫) ও রাজেস মারাক (২২) কে ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায় এবং এখন পর্যন্ত তাঁদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।[২১] ৩ মে ২০১৬ রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশন জামে মসজিদের খাদেম এবং পীরগাছা জে এন উচ্চ বিদ্যালয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ আক্তার হোসেনকে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পরিচয়ে ৭/৮ জন সাদা পোশাকের লোক মাইক্রোবাসে করে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেছেন ভিকটিমের পরিবার। পীরগাছা থানা, রংপুর ডিবি অফিস ও র‍্যাব অফিসে যোগাযোগ করলেও কেউ মাওলানা মোহাম্মদ আক্তার হোসেনকে আটক বা গ্রেফতারের বিষয়ে কিছু স্বীকার করেনি। এখন পর্যন্ত তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি এবং পীরগাছা থানার ডিউটি অফিসার এই ব্যাপারে কোন

[১১] প্রথম আলো, ১ মার্চ ২০১৬
[১২] *অধিকারএর* সংগৃহীত তথ্য
[১৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১৪] নয়াদিগন্ত, ১৮ মার্চ ২০১৬
[১৫] প্রথম আলো, ২১ মার্চ ২০১৬
[১৬] মানবজমিন, ২৪ মার্চ ২০১৬
[১৭] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[১৮] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[১৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[২০] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[২১] প্রথম আলো, ২২ এপ্রিল ২০১৬

জিডি গ্রহণ করেননি।[২২] ১২ মে ২০১৬ খুলনা মহানগরীর খালিশপুর থেকে ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে মনিরুল ইসলাম বাবু (২৮) নামের এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। একই দিন হরিণটানা থানার বিসমিল্লাহ নগর মাদ্রাসার বাংলা বিভাগের শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল সায়েম তুর্য্যকে (২৫) 'জরুরী বিদ্যুৎ' স্টিকার লাগানো সাদা মাইক্রোবাসে করে সাদা পোশাকধারী ৫/৬ ব্যক্তি তুলে নিয়ে যায়। ওই দিনই মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে বিসমিল্লাহ নগর মাদ্রাসার আরবি বিভাগের শিক্ষক শোয়াইব বিশ্বাস (২৬) গুম হন। এই ব্যাপারে ভিকটিম পরিবারগুলো খালিশপুর ও হরিণটানা থানায় পৃথক পৃথক মামলা ও জিডি করেন।[২৩] ১২ জুন ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আনিসুর রহমান জানান, খুলনার এই তিন যুবক মনিরুল ইসলাম বাবু, আল সায়েম তুর্য ও শোয়াইব বিশ্বাসকে ১২ জুন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) র পক্ষ থেকে একটি সন্ত্রাস বিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।[২৪] ১৪ জুন রাত আনুমানিক ১২.৩০ টায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বদন পুর গ্রাম থেকে শহীদ আল মাহমুদ নামে এক যুবককে ৮/১০ জন সাদা পোশাকের অস্ত্রধারী ব্যক্তি ঘরে ঢুকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময় অস্ত্রধারীরা নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে বলে শহীদকে নিয়ে যেতে বাধা দিলে গুলি করা হবে। অস্ত্রধারীদের মধ্যে ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই আমিনুল ইসলামকে শহীদের ভাতিজা সাকিব আল হাসান চিনতে পেরেছিলেন। পরদিন ১৫ জুন শহীদ আল মাহমুদের স্বজনরা ঝিনাইদহ সদর থানায় গেলে থানা থেকে শহীদকে গ্রেফতারের বিষয়টি অস্বীকার করে। ১ জুলাই রাত আনুমানিক ২.৩০টায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার তেতুলবাড়িয়া এলাকায় পুলিশের সাথে কথিত বন্দুক যুদ্ধে নিহত হন শহীদ। [২৫]

রাশেদ গাজী
ছবি- অধিকার

শামীম মাহমুদ
ছবি- অধিকার

সোহানুর ইসলাম
ছবি- অধিকার

আবুজার গিফারী
ছবি- অধিকার

১৫. গুম একটি মানবতা বিরোধী অপরাধ। *অধিকার* মনে করে সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহার করার কারণে গুমের ঘটনা ঘটছে। *অধিকার* গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধার এবং এইসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে ।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৬. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই। ৯ জুন গণগ্রেফতার শুরু হওয়ার পর বেশ কয়েক জন ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে এবং এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অপরাধমূলক ঘটনাগুলোর সংগে কথিত সংশ্লিষ্ট মূল ব্যক্তিদের 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ারের' নামে হত্যা করার কারণে প্রকৃত সত্য জানার সুযোগ

[২২] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[২৩] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[২৪] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[২৫] *অধিকারের* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার রক্ষাকারী পাঠানো প্রতিবেদন

হারিয়ে যাচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতও ইতিপূর্বে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি রুল জারি করেছিলেন। তারপরও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত আছে।

১৭. *অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ৭৪ জন ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে মৃত্যুর ধরণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে অভিযুক্ত বাহিনী ও নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নীচে দেয়া হল ঃ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধ

১৮. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণে নিহত ৭৪ জনের মধ্যে ৬২ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ৩৮ জন, র‍্যাবের হাতে ১৯ জন, পুলিশ-বিজিবি'র হাতে ১ জন ও র‍্যাব-কোস্টগার্ডের হাতে ৪ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যু

১৯. জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ৬ জন পুলিশের নির্যাতনের কারণে মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুলিতে মৃত্যু

২০. উল্লেখিত সময়কালে নিহতদের মধ্যে ৬ জন আইনশৃখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে বিভিন্ন বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের গুলিতে ৪ জন এবং বিজিবি'র গুলিতে ২ জন মারা গেছেন।

নিহতদের পরিচয়

২১. নিহত ৭৪ জনের মধ্যে ৩ জন বিএনপি'র নেতা-কর্মী, ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, ২ জন গণমুক্তি ফৌজ এর সদস্য, ১ জন গণবাহিনীর সদস্য, ১ জন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য, ১ জন হিজবুত তাহরির সদস্য, ৮ জন জেএমবি'র সদস্য, ১ জন সিএনজি চালিত অটোরিক্সা চালক, ৪ জন কৃষক, ১ জন চা বিক্রেতা, ১ জন চা দোকানের মালিক, ১ জন গ্রামবাসী, ৯ জন বিভিন্ন মামলার আসামী, ৩৮ জন কথিত অপরাধী এবং ২ জনের পরিচয় জানা যায়নি।

২২. গত ১৫ জুন মাদারীপুর নাজিমউদ্দিন কলেজের গণিত বিভাগের প্রভাষক রিপন চক্রবর্তীকে কুপিয়ে জখম করে দুবৃর্ত্তরা। এই ঘটনায় স্থানীয় জনগণ ফয়জুল্লাহ ফাহিম (১৯) নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশে দেয়। ফাহিমের বাবা গোলাম ফারুক জানান যে,"১২ জুন ফাহিমের একটি পরীক্ষা ছিল এবং পরীক্ষার আগে থেকে তাঁর কোন খোঁজ না পেয়ে দক্ষিণখান থানায় তিনি একটি সাধারণ ডায়েরী করেন"।[২৬] গত ১৭ জুন রিপন চক্রবর্তীকে হত্যা চেষ্টা মামলায় ফয়জুল্লাহ ফাহিমকে ১০ দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ।[২৭] রিমান্ডে নেয়ার পরদিনই অর্থাৎ ১৮ জুন ভোরে ফয়জুল্লাহ ফাহিম 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন বলে জানা যায়। মাদারীপুর সদর উপজেলার বাহাদুর ইউনিয়নের মিয়ারচর এলাকায় ধান ও পাট ক্ষেতের মাঝখানে ফয়জুল্লাহর লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়

[২৬] প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০১৬
[২৭] প্রথম আলো, ১৮ জুন ২০১৬

এবং তার হাতে পেছন দিকে হাককড়া পরানো ছিল। এলাকাবাসী জানান, লাশের বুকে আঘাতের চিহ্ন ছিল। তবে তাঁরা কোনো গোলাগুলির আওয়াজ পাননি বা কাউকে পালাতেও দেখেননি।[২৮]

২৩.গত ১৯ জুন রাত আনুমানিক পৌনে ৩ টায় ঢাকার খিলগাঁও থানার মেরাদিয়ার বাঁশপট্টিতে ব্লগার অভিজিৎ হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত শরীফুল ইসলাম শরীফ গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন বলে ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলন করে দাবি করেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল বাতেন।[২৯] এদিকে শরীফুল ইসলাম শরীফ নামে যে ব্যক্তি নিহত হয়েছেন তাঁর সঠিক নাম মুকুল রানা বলে জানিয়েছেন তাঁর পরিবার। মুকুলের বাড়ি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ধুলিহর ইউনিয়নের বালুইগাছা গ্রামে। মুকুলের বাবা আবুল কালাম আজাদ জানান, ১৯ ফেব্রুয়ারি মুকুল যশোর শহরের বসুন্দিয়া এলাকায় বিয়ে করে এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি বসুন্দিয়া থেকে কয়েক ব্যক্তি মুকুলকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে সে নিখোঁজ ছিলো। তুলে নেয়ার কয়েকদিন পর মুকুলের শ্যালক আমির হোসেন যশোর কোতায়ালী থানায় এই ব্যাপারে একটি জিডি করে।[৩০]

রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন

২৪.বাংলাদেশে রিমান্ডের সমার্থক শব্দ হলো নির্যাতন। রিমান্ডে নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। মূলত: বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনপীড়নের জন্য গ্রেফতারের পর এবং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে নির্যাতন করা হয় বলে জানা গেছে।

২৫.গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কারাবন্দি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এর ২৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মাহবুব (৪৫) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। ১৫ জানুয়ারি রাজনৈতিক মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে তাঁর ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন করায় তিনি মারা গেছেন বলে তাঁর স্বজনরা দাবি করেছেন।[৩১] গত ২১ জুন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-৩ জখম ও নির্যাতনের চিহ্নসহ হান্নান চৌধুরী নামে এক অভিযুক্তকে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করে রিমান্ডের আবেদন জানালে আদালত আগে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। হান্নানকে মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে তোলার সময় দেখা যায়, তাঁর দুই পায়ের হাঁটুর নিচে গুরুতর জখম। পা ও পিঠে কালো দাগ। হাঁটতে না পারার কারণে হাজতখানার পুলিশ তাঁকে ধরে হাজতখানা থেকে আদালতে তোলেন। হান্নানের বোন কোহিনূর বেগম জানান, চার দিন ধরে তাঁর ভাই নিখোঁজ ছিলেন।[৩২]

[২৮] প্রথম আলো, ও নয়াদিগন্ত, ১৯ জুন ২০১৬
[২৯] মানবজমিন, ২০ জুন ২০১৬
[৩০] প্রথম আলো, ২১ জুন ২০১৬
[৩১] যুগান্তর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৩২] প্রথম আলো, ২২ জুন ২০১৬

হেফাজতে নির্যাতনের সব চিহ্নই স্পষ্ট হান্নান চৌধুরীর সারা দেহে। ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে গতকাল যখন তাঁকে তোলা হয়, তিনি হাঁটতে পারছিলেন না ● ছবি : প্রথম আলো

অমানবিক আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

২৬. রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং তাদের মধ্যে এই ধারণা প্রবল হয়েছে যে, তারা সব কিছুর উর্ধ্বে। এরফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একদল সদস্য কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে মানুষকে হয়রানী ও তাঁদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে হয়রানি, চাঁদা আদায়, হামলা, নির্যাতন এবং হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যদিও এই সব অভিযোগের ব্যাপ্তি প্রাপ্ত তথ্যের থেকে অনেক গুন বেশী কারণ ভুক্তভোগীরা তাঁদের নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের ঘটনাগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করতে চান না। সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দমন করার নামে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হাতে আটককৃতদের পায়ে গুলি করার একটি ভয়াবহ প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এটি ২০১১ সাল থেকে প্রথম শুরু হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষও এই ধরনের নৃশংস পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। এইক্ষেত্রেও দায়ী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর সদস্যদের বিচারের আওতায় আনা হয়নি। কয়েকটি উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো-

২৭.৯ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ১১টায় বাংলাদেশ ব্যাংকের যোগাযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের কর্মকর্তা গোলাম রাব্বী ঢাকার মোহাম্মদপুরে তাঁর আত্মীয়ের বাসা থেকে কল্যাণপুরে তাঁর নিজের বাসায় ফেরার সময় পথে মোহাম্মদপুর থানার এস আই মাসুদ শিকদার ও তাঁর সঙ্গে থাকা কয়েকজন পুলিশ তাঁকে আটক করে এবং "ক্রসফায়ারে" দেয়ার হুমকি দিয়ে টাকা দাবি করে। গোলাম রাব্বী টাকা না দেয়ায় তাঁকে থানায় নিয়ে নির্যাতন করা হয় বলে

অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩৩] ১৫ জানুয়ারি ভোর আনুমানিক ৫ টায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা বিভাগের পরিদর্শক বিকাশ চন্দ্র দাস (৪০) পরিচ্ছন্নতার কাজ তদারকি শেষ করে ঢাকার মীর হাজিরবাগ খাল-সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ তাঁকে থামতে বললে বিকাশ ঐ ব্যক্তিদের ছিনতাইকারী ভেবে মোটরসাইকেল ঘুরিয়ে চলে যাবার চেষ্টার সময় তিনি পড়ে যান। এই সময় ঐ সাদা পোশাকের পুলিশ সদস্যরা বিকাশকে ধাওয়া করে এসে তাঁকে ধরে মারধর করতে থাকে। এই সময় সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা এসে বিকাশকে তাঁদের কর্মকর্তা বলে পরিচয় দেন। কিন্তু পুলিশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সামনেই বিকাশকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে পেটায় এবং বুট দিয়ে পা থেঁতলে দেয়। এই ঘটনায় যাত্রাবাড়ী থানার এসআই আরশাদ হোসেনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।[৩৪] ৩ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক সাড়ে ৯ টায় ঢাকার শাহআলী থানার পুলিশের একটি টহল দল তাঁদের সোর্স দেলোয়ারকে সঙ্গে নিয়ে গুদারাঘাট এলাকায় যেয়ে চায়ের দোকানদার বাবুল মাতবরের কাছে চাঁদা চায়। চাঁদা না দেয়ায় পুলিশ লাঠি দিয়ে চা বানানোর চুলার ওপর বাড়ি দেয় এবং পুলিশের সোর্স দেলোয়ার বাবুল মাতবরকে ধাক্কা দিয়ে চুলার ওপর ফেলে দেয়। এতে বাবুল মাতবরের শরীরে আগুন ধরে যায়। তাঁকে এই অবস্থায় রেখে পুলিশ সেখান থেকে চলে যায়। ঘটনার পরপরই তাঁর স্বজনরা বাবুল মাতবরকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নিয়ে যাওয়ার পরদিন ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।[৩৫] ২ এপ্রিল যশোর জেলায় দিকদেনা গ্রামের ইসরাফিল গাজী (৪০) নামে একজন নির্মাণ শ্রমিকের পায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে পুলিশ গুলি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুলিশ পরে গুলিবিদ্ধ ইসরাফিল গাজীকে আটক দেখিয়ে যশোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।[৩৬] ১১ মে মিরপুর থানার এসআই রাশেদুজ্জামান বেগ এবং এএসআই জিয়াউর রহমানসহ ৫ পুলিশ সদস্য মিরপুরের দারুস-সালাম এলাকায় জাতীয়তাবাদী যুবদল মহানগর কমিটির নেতা ইসমাইলের বাসায় গিয়ে ইসমাইলকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী হামিদাকে তাদের সঙ্গে মিরপুর থানায় যেতে বাধ্য করে এবং সেখানে নিয়ে তাঁর স্বামীর অবস্থান জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অভিযোগ রয়েছে যে, হামিদার কাছ থেকে ইসমাইলের অবস্থান জানতে না পেরে পুলিশ তাঁকে মাদক মামলায় আটক দেখিয়ে জেলে পাঠানোর হুমকি দেয়। তবে পাঁচ লক্ষ টাকা দিলে মামলায় জড়াবে না এই আশ্বাসও দেয়া হয় তাঁকে। ইসমাইলের পরিবার হামিদাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য পুলিশকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা দিতে সমর্থ হয়। এরপরও দাবিকৃত পাঁচ লক্ষ টাকা না পেয়ে পুলিশ ১২ মে হামিদাকে মাদক মামলায় জড়িয়ে আদালতে পাঠিয়ে পাঁচ দিনের রিমান্ড চায়।[৩৭]

গ.কারাগারের অবস্থা ও গণ গ্রেফতার

কারাগারে মৃত্যু

২৮.জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ৩৪ জন কারা হেফাজতে অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

২৯. কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে কারাগারে যাওয়ার পর কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে অনেক কারাবন্দি মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

[৩৩] যুগান্তর, ২৯ জানুয়ারি ২০১৬
[৩৪] প্রথম আলো, ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি ২০১৬
[৩৫] যুগান্তর, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৩৬] মানবজমিন, ৪ এপ্রিল ২০১৬ / *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[৩৭] নয়াদিগন্ত, ১৭ মে ২০১৬

গণগ্রেফতার ও কারা পরিস্থিতি

৩০.সম্প্রতি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নাগরিক ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ হত্যার ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিতে ১০ জুন মধ্যরাত থেকে ১৭ জুন সকাল ৬টা পর্যন্ত সরকার সারাদেশে 'চরমপন্থীদের' বিরুদ্ধে বিশেষ গ্রেফতারী অভিযান চালায়।[৩৮] এই অভিযান চলাকালীন সময়ে ১৫৫৭৬ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এঁদের মধ্যে ১৯৪ জন সন্দেহভাজন 'চরমপন্থী' বলে পুলিশ জানায়।[৩৯] এটা 'চরমপন্থীদের' বিরুদ্ধে অভিযান হলেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিরোধীদলের নেতা-কর্মী, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষসহ বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্তদের। গ্রেফতার ও হয়রানির ভয়ে বিভিন্ন জেলায় বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। কয়েকটি জেলায় বিরোধী নেতা-কর্মীদের বাড়িতে অভিযান চালাতে যেয়ে টাকা না দিলে গ্রেপ্তারের হুমকি দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৪০] এই অভিযান চলাকালে ১২ বছরের শিশুকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এইক্ষেত্রে গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তকে হাজির করার উচ্চ আদালতের নির্দেশনাকেও আমান্য করেছে পুলিশ এবং ব্যাপক গ্রেফতার বাণিজ্যের অভিযোগ পাওয়া গেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

৩১.১২ জুন ঢাকার গুলিস্তান থেকে ১৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পল্টন থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আমানউল্লাহ নামে একজন শ্রমিক ছিলেন যিনি ব্যবসায়ীদের মালামাল মাথায় বহন করে দোকানে পৌঁছে দেন। আমানের ভাই নিয়াজ জানান, মালামাল বহন করে ঢাকা ট্রেড সেন্টারের সামনে টুকরি হাতে দাঁড়িয়েছিল আমান। বেলা আনুমানিক ১১ টায় হঠাৎ পুলিশের ভ্যান এসে থামে ঐ জায়গায়। রাস্তা থেকে সাধারণ পথচারীদের আটক করে ভ্যানে উঠায় পুলিশ। অন্যান্যদের সঙ্গে আমানকে আটক করে ভ্যানে তোলা হয় এবং পরে একটি লুটপাট, ভাংচুরের মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। অন্যদিকে আলতাব হোসেন নামে পুরানো ঢাকার একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাসায় ফেরার পথে ঢাকার শাহবাগ এলাকা থেকে গ্রেফতার হন। তাঁর নামেও কোন মামলা নাই। গত ৮ জুন থেকে নিখোঁজ ছিলেন ঢাকার ইব্রাহিমপুরের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ আলী (১২)। মোহাম্মদ আলীর মা নূরজাহান বেগম জানান, ছেলেকে না পেয়ে গত ১০ জুন তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় গিয়ে জানতে পারেন তাঁর ছেলেকে মাদক মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।[৪১] গত ২৪ মে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার হুগড়া গ্রাম থেকে বহু মানুষের সামনে থেকে খোকা ও মুকুল নামের দুই সহোদরকে গ্রেফতার করে টাঙ্গাইল র‍্যাব-১২ এর একটি দল। তাঁদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল বলে র‍্যাব ওই সময় জানায়। আটককৃতদের চাচা শামীম আল মামুন জানান, আটকের পর থেকে অস্ত্র উদ্ধারের নামে তাঁর দুই ভাতিজাকে প্রতিদিন নির্যাতন করা হয় এবং ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হয়। অবশেষে চলমান গ্রেফতার অভিযানের মধ্যেই গত ১১ জুন খোকা ও মুকুলকে টাঙ্গাইল মডেল থানায় হস্তান্তর করে র‍্যাব।[৪২] ৯ জুন রাত আনুমানিক ১১ টায় ঢাকার গেণ্ডারিয়া থানার ঘুটিঘর গ্রামের বাসিন্দা মোহাম্মদ মিন্টু (২২) কে বিশেষ অভিযানের শুরুতে গ্রেফতার করে গেণ্ডারিয়া থানা পুলিশ। মিন্টুর বোন সুমি বেগম *অধিকারকে* জানান, তাঁর ভাই কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। ইসলামপুর বাজারের একটি কাপরের দোকানে কর্মচারি হিসাবে কাজ করতেন তিনি। তাঁর নামে কোন থানায় কোন মামলাও নেই। কিন্তু বিশেষ অভিযানের শুরুতে ৯ জুন বাড়ি থেকে পুলিশ তাঁর ভাইকে গ্রেফতার করে আনে। ২ দিন থানা হাজতে আটকে রেখে ১১ জুন ২০১৬ তাঁকে পুলিশের ওপর হামলা, অস্ত্র ও ডাকাতিসহ তিনটি মামলায় অভিযুক্ত দেখিয়ে আদালতে হাজির করে। এখন তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আছেন। ঢাকার মিরপুরের বাসিন্দা আকলিমা বেগম *অধিকারকে* জানান, তাঁর ভাই বাদল শিকদার (২৬) একটি বেসকরকারি ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে

[৩৮] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[৩৯] যুগান্তর ১৮ জুন ২০১৬
[৪০] প্রথম আলো, ১২ জুন ২০১৬
[৪১] মানবজমিন, ১৩ জুন ২০১৬
[৪২] যুগান্তর, ১৩ জুন ২০১৬

কাজ করেন এবং খুলনার ১ নম্বর কাস্টমস ঘাট এলাকায় থাকেন। ১২ জুন তিনি খুলনা থেকে ঢাকায় তাঁর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। ১৪ জুন রাতে বাদল মসজিদ থেকে তারাবীর নামাজ পড়ে মিরপুরের ২৬/১ হাজী ওয়ালিউল্লাহ সড়ক দিয়ে যখন তাঁর বাড়িতে ফিরছিলেন। তখন বাড়ির সামনে থেকে তাঁর ভাই বাদল ও বাদলের সঙ্গে থাকা তাঁদের প্রতিবেশী মাসুদকে তুলে নিয়ে যায় মিরপুর থানা পুলিশের একটি টহল টিম। ১৫ জুন সকালে ভাইয়ের খোঁজে মিরপুর থানায় যাওয়ার পর থানা থেকে তাঁকে জানানো হয় বাদলকে কোর্টে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।[৪৩]

৩২. ধরপাকড় ও গণগ্রেফতারের ফলে দেশের ৬৮টি কারাগারে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি রাখার কারণে কারাগারগুলোতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। সারাদেশে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ৬৮টি কারাগার রয়েছে। কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতা যেখানে ৩৪ হাজার ৭০৬ জন সেখানে গত ১৩ জুন পর্যন্ত ছিলেন ৭৬ হাজারেরও বেশি কারাবন্দি।[৪৪] প্রতিদিনই গণগ্রেফতারের ফলে বন্দি সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় দ্বিগুনেরও বেশি বন্দি সামলাতে কারাকর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তীব্র গরমে একটি কক্ষে অতিরিক্ত বন্দী রাখার কারনে কারা অভ্যন্তরে বন্দিরা কষ্ট পাচ্ছেন এবং অনেক বন্দি ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। রমজান মাস হওয়ায় রোজাদার বন্দীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। ৩০ জনের কক্ষে রাখা হয়েছে ১২০ জনকে। বন্দিদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে ঘুমানো সম্ভব হয় না। এছাড়া বন্দিদের স্বজনদেরও বন্দিদের সঙ্গে দেখা করার সুয়োগ দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কারাসূত্র জানায়, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বর্তমান বন্দি ধারণক্ষমতা ২ হাজার ৬৮২ জন কিন্তু গত ১৩ জুন এই কারাগারে বন্দির সংখ্যা ছিল ৭ হাজারের বেশি।[৪৫]

অবৈধ আটকাদেশ

৩৩. জামিন পাওয়ার পরও অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড (এওরআর) এর পক্ষ থেকে চিঠি পাঠিয়ে এবং ফোনের মাধ্যমে জামিন পাওয়া ব্যক্তিটির কারামুক্তি আটকে রাখার কারনে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টের বিভাগের বিচারপতি ফরিদ আহম্মেদ ও বিচারপতি কেএম কামরুল কাদেরের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। রামপুরা থানার একটি মামলায় গত ৮ মে ৫ অভিযুক্ত হাইকোর্ট বিভাগ থেকে জামিন পান। এরপর ১৬ মে কেন্দ্রীয় কারাগার ও ১৭ মে কাশিমপুর কারাগার থেকে দুই জন অভিযুক্তকে মুক্তি দেয় কারা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বাকী তিন অভিযুক্ত গিয়াস উদ্দিন, আমিনুর রহমান ও ওসমান গনিকে মুক্তি দেয়া হয়নি। জামিননামা যাওয়ার পরও তাঁরা মুক্তি না পাওয়ায় তাঁদের আইনজীবী বিষয়টি জামিনদানকারী বেঞ্চের নজরে আনেন। ৫ জুন বিচারপতি ফরিদ আহম্মেদ ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের বেঞ্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেলা সুপার জাহাঙ্গীর কবির, কাশিমপুর কারাগার-১ এর জেল সুপার সুব্রত কুমার বালা ও অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড সুফিয়া খাতুনকে তলব করে তাঁদের লিখিত বক্তব্য দিতে বলেন। এই তিনজন তাঁদের লিখিত বক্তব্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে ৯ জুন আদালতে হাজির হলে আদালত বলেন, শুধু এই তিন অভিযুক্তই নয়, ফ্যাক্সবার্তা পাঠিয়ে প্রতিনিয়তই অভিযুক্তদের কারামুক্তি বাধগ্রস্থ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আদালত অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড সুফিয়া খাতুনকে বলেন, আপনারা হাইকোর্টের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করছেন। জামিন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে এই মর্মে আপনারা একের পর এক ফ্যাক্স কারাগারে পাঠাচ্ছেন। উল্লেখ্য: হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার পরও অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের পক্ষ থেকে কারাকর্তৃপক্ষকে অ্যাডভোকেট অন

[৪৩] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[৪৪] নয়াদিগন্ত ১৫ জুন ২০১৬
[৪৫] মানবজমিন, ১৪ জুন ২০১৬ এবং নয়া দিগন্ত, ১৫ জুন ২০১৬

রেকর্ড ফোন করে বা ফ্যাক্স পাঠিয়ে অথবা সার্টিফিকেট ইস্যু করে অভিযুক্তদের কারামুক্তি আটকে দেয়া একটি নিয়মে পরিণত করা হয়েছে।[৪৬]

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর গণ্ডামারা এলাকাবাসীর ওপর পুলিশী হামলা ও হয়রানি

৩৪. চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালীর গণ্ডামারা এলাকায় বৃহৎ কয়লাভিত্তিক বিদুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য এস আলম গ্রুপ নামের একটি প্রতিষ্ঠান সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ নিয়ে শুরু থেকেই এলাকাবাসীর সঙ্গে এস আলম গ্রুপের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। গত ৪ এপ্রিল এলাকাবাসী 'বসতভিটা ও ভূমি রক্ষা কমিটি'র ব্যানারে গণ্ডামারা এলাকায় সমাবেশের আয়োজন করে। অন্যদিকে একই জায়গায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমানের অনুসারী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল আলম কয়লা ভিত্তিক বিদুৎ প্রকল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক সমাবেশের আহ্বান করেন। পাল্টাপাল্টি সমাবেশ ডাকায় স্থানীয় প্রশাসন ঐ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু এলাকাবাসী ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে সমাবেশ করতে চাইলে পুলিশ ও তাদের সঙ্গে থাকা দুর্বত্তরা এলাকাবাসীর ওপর গুলি ছোঁড়ায় শতাধিক লোক গুলিবিদ্ধ হন। এরমধ্যে গণ্ডাগ্রাম এলাকার মরতুজা আলী (৫২) ও তাঁর ভাই আংকুর আলী, জাকের আহমেদ (৩৫) ও জহির উদ্দিন গুলিতে নিহত হন।[৪৭] এই ঘটনায় বাঁশখালী থানায় তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ এবং অপর দুটি মামলা দায়ের করেছেন নিহতদের স্বজনরা। পুলিশের দায়ের করা মামলায় গণ্ডামারা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান লিয়াকত আলীসহ ৫৭ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া অজ্ঞাতনামা ৩ হাজার ২০০ জনকেও আসামি করা হয়েছে।[৪৮] ১৬ এপ্রিল চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন গণ্ডামারা এলাকাবাসীর ওপর অন্যায় হয়েছে বিধায় তাদের ওপর হয়রানী বন্ধ এবং আটককৃতদের জামিনে মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দেন।[৪৯] এরপর ৬ মে ডিএমপি'র অধীনস্ত ধানমন্ডি থানা পুলিশ চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালীর গন্ডামারায় কয়লা বিদ্যুত প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঘটনায় পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে (বাঁশখালী থানা মামলা নং-৭) দায়েরকৃত মামলায় ঢাকা থেকে গন্ডামারা ইউনিয়নের সোনাইয়া বরবাড়ি গ্রামের মোহাম্মদ আলী নবী (৪৫) ও মোহাম্মদ শফিউল আলম শফি (২৯) কে গ্রেফতার করে।[৫০] তারপর ১৬ মে বাঁশখালীর গণ্ডামারা এলাকা থেকে পুলিশ কয়লাভিত্তিক বিদুৎ প্রকল্প স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অনত্যম নেতা 'বসতভিটা ও ভূমি রক্ষা কমিটি'র আহ্বায়ক লিয়াকত আলীর পিতা দুদু মিয়াকে পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে গ্রেফতার করে। এই সময় লিয়াকত আলীর বাড়ী থেকেও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ দাবি করে। এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করায় পুলিশ গণ্ডামারা এলাকাবাসীর ওপর আবার গুলি ছোঁড়ে এবং নির্বিচারে তাঁদের ওপর লাঠি চার্জ করে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন। এই ঘটনায় প্রায় পঞ্চাশ জন আহত হয়েছেন।[৫১] এছাড়া বহু মানুষ হামলা-গ্রেফতারের ভয়ে ভিটে ছাড়া হয়েছেন।

৩৫. *অধিকার* উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, বাঁশখালী হত্যাকাণ্ডে জড়িত পুলিশ সদস্য ও এর সঙ্গে সহযোগী দুবৃর্ত্তদের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। কিন্তু গ্রেফতার করা হচ্ছে নিহত ও আহতদের পরিবারের সদস্যদের, হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ এবং নিরীহ গ্রামবাসীদের। এছাড়া বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধারের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের এবং হত্যা করারও হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সেই সঙ্গে গণহারে মামলা ও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

---

[৪৬] যুগান্তর, ১০ জুন ২০১৬
[৪৭] যুগান্তর, ৫ এপ্রিল ২০১৬
[৪৮] প্রথম আলো, ৬ এপ্রিল ২০১৬
[৪৯] বাঁশখালীতে জোরজুলুম কেন? শিরোনামে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের একটি লেখা প্রথম আলো, ১২ মে ২০১৬ তে প্রকাশিত হয়
[৫০] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৫১] নিউএজ, ১৭ মে ২০১৬

ঘ.মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং নিবর্তনমূলক আইন

৩৬.বর্তমান সরকার চরমভাবে ভিন্নমত ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করছে। কোন নাগরিক সরকারের সমালোচনামূলক কিছু প্রকাশ বা ফেসবুকে কোন মন্তব্য দিলে এবং তা সরকারের বিরুদ্ধে গেলেই সরকার বিদ্বেষবশতঃ তাঁকে বা তাঁদেরকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে অভিযুক্ত করছে, যা চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করার বিষয় হয়ে উঠেছে। ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিরোধীদল ও জনগণের মতামতকে তোয়াক্কা না করেই সংবিধান পরিবর্তন করে সরকার। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে রাষ্ট্রদ্রোহীতার জন্য সর্ব্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে মৃত্যুদণ্ড, এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন নাগরিককে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' হিসেবে অভিযুক্ত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ ও নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য কয়েকটি নিবর্তনমূলক আইনের খসড়া তৈরি করেছে সরকার। এই সময় কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে সরকারি নজরদারী বলবৎ ছিল। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সমালোচনাকারীসহ সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোন তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া সরকার প্রায়ই বিরোধী দল বা বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলনরত সংগঠন বা গোষ্ঠীর সভা-সমাবেশে বাধা দিয়েছে, হামলা করছে।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

৩৭.সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার বাবুল আহমেদ নামে এক পান বিক্রেতার বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'রাষ্ট্রদ্রোহ' মামলার অনুমোদন দেয়ার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে স্থানীয় পুলিশ। বাবুল আহমেদ ২০১৬ সালের ৬ জানুয়ারি একটি চিঠি লিখেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের কাছে। চিঠিতে তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামীসহ অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তাঁদের খালাস দেয়ার আহ্বান জানান। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, বাবুল আহমেদের কর্মকাণ্ড দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারায় বর্ণিত অপরাধের শামিল।[৫২]

৩৮.৬ জানুয়ারি ২০১৬ ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এবং দৈনিক আমাদের অর্থনীতি পত্রিকার শৈলকুপা উপজেলা প্রতিনিধি আলমগীর অরণ্যের ওপর হামলা করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা। আলমগীর অরণ্য *অধিকারকে* জানান, ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত[৫৩] ১০ম সংসদ নির্বাচনের ২ বছর উপলক্ষ্যে তিনি তাঁর নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন "আজ কলঙ্কিত ৫ জানুয়ারি, অনেক ঘটনার জন্ম দেয়া সেই দিনটি আজ"। এই স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে ৬ জানুয়ারি ২০১৬ সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় শৈলকুপা ওয়াপদা গেইট এলাকায় শৈলকুপা পৌর মেয়র কাজী আশরাফুল আজমের ছেলে কাজী রাজিব হাসান, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম খোকনসহ ৮/১০ জন তাঁর ওপর হামলা করে এবং তাঁকে মারধর করে তাঁর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙে ফেলে। এরপর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শিকদার মোশারফ হোসেনের অফিসে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে উপজেলা চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন আলমগীর অরণ্যকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে

[৫২] প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০১৬

[৫৩] ৫ই জানুয়ারি ২০১৪ বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ ও সরকারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে কোন স্ট্যাটাস দিলে তাঁকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেন।[৫৪]

সভা-সমাবেশ এর অধিকার

৩৯.রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিকের সভা সমাবেশ করার অধিকার রয়েছে যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা দেয়ার ঘটনা নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকারের লংঘন। সরকার দলীয় কর্মী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো প্রায়ই বিরোধীদল বা বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলনরত সংগঠন বা গোষ্ঠীর সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে এবং হামলা করছে ।

৪০.কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী সোহাগী জাহান তনু ধর্ষণ হত্যাসহ দেশজুড়ে অব্যাহত গুম-খুন-ধর্ষণ ও বিচারহীনতার প্রতিবাদে সারাদেশে প্রগতিশীল ছাত্র জোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্য গত ২৫ এপ্রিল অর্ধেক দিন দেশব্যাপী হরতাল ডাকে। হরতালের সময় বরিশালে প্রগতিশীল ছাত্র জোট অশ্বিনী কুমার হল চত্বরে সমাবেশ করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয় এবং একপর্যায়ে ব্যানার ছিনিয়ে নিয়ে লাঠিচার্জ করে। এতে ১৫ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রংপুর শহরের লালবাগ এলাকায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মীরা প্রগতিশীল ছাত্র জোটের পাঁচ নেতা-কর্মীকে পিটিয়ে আহত করে। হরতালের সমর্থক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করলে তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এতে ১০ জন আহত হন। পুলিশ ১২ জন শিক্ষার্থীকে আটক করে আশুলিয়া থানায় নিয়ে যায়। হরতালের পর তাঁদের মুক্তি দেয় পুলিশ।[৫৫]

নিবর্তনমূলক জাতীয় সম্প্রচার আইনের খসড়া প্রকাশ

৪১. ২০ এপ্রিল জেল-জরিমানার বিধান রেখে 'জাতীয় সম্প্রচার আইন' এর খসড়া নামে একটি নিবর্তনমূলক আইনের খসড়া প্রকাশ করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। এই 'জাতীয় সম্প্রচার আইন' এর বিধিবিধান বা প্রবিধান লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ তিন মাসের কারাদণ্ড এবং কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেয়া হবে। এরপরও সম্প্রচার আইনে অপরাধ চলতে থাকলে প্রতিদিনের জন্য অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে।[৫৬] এই আইন লঙ্ঘন করে সম্প্রচার মাধ্যম পরিচালনা করলে লাইসেন্স বাতিল ছাড়াও সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা জরিমানা করা যাবে বলে উল্লেখ রয়েছে এই খসড়াতে। প্রশাসনিক আদেশ বা নির্দেশে এই জরিমানা আদায় করা যাবে। তবে প্রশাসনিক আদেশ বা নির্দেশে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী হবেন না। এমনকি এমন দাবি আদালত বা কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপনও করা যাবে না। আইনে বলা আছে, 'যদি কেউ এমন দাবি উত্থাপন করেন, তাহলে আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ তা সরাসরি বাতিল করতে পারবে'।[৫৭]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬ এর খসড়া

৪২.আইন কমিশন 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬' নামে নিবর্তনমূলক আরেকটি আইনের প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর মতামত দিয়ে সেটি সরকারের কাছে উপস্থাপন করেছে। এই খসড়া

[৫৪] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[৫৫] প্রথম আলো, ২৬ এপ্রিল ২০১৬
[৫৬] প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল ২০১৬
[৫৭] প্রথম আলো, ২২ এপ্রিল ২০১৬

আইনে বলা আছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রচারিত বা প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের দলিল এবং ওই সময়ের যেকোনো ধরণের প্রকাশনার অপব্যাখ্যা বা অবমূল্যায়ন অপরাধ বলে গণ্য হবে। খসড়ায় মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপ্তি ধরা হয়েছে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর।[৫৮] প্রস্তাবিত আইনের দ্বিতীয় উপদফা বলছে, ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যবর্তী সময়ের 'ঘটনাসমূহ' অস্বীকার করা হবে অপরাধ। কিন্তু সেই ঘটনাসমূহ কী, তার কোনো ব্যাখ্যা বা আলোচনা সেই আইনে নেই। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ যেখানে শুরু হয়েছিলো ২৫ শে মার্চ মধ্যরাত থেকে সেখানে ১ লা মার্চ থেকে কেন বলা হচ্ছে তারও কোন ব্যাখ্যা নেই। এর মানে হলো, পুলিশ এবং অভিযোগকারীরা কোনটি 'ঘটনা' আর কোনটি 'বিকৃতি', তা অনুমান করে নেবে। প্রস্তাবিত এই আইনের খসড়ার ৬(১) ধারায় বলা আছে, 'কাহাকেও প্ররোচনা দিলে বা কোনরুপ সাহায্য করিলে বা কাহারও সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে, অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোনো উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে, ওই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য ধার্যকৃত দণ্ডের সমপরিমাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে'। এই আইনে যে কেউ থানায় মামলা করতে পারবেন।[৫৯] আইনে পাঁচ বছরের জেল ছাড়াও কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান থাকছে। এই আইনে করা মামলায় সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত ও বিচারের নির্দেশনা রয়েছে।[৬০]

৪৩. 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬ মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার ক্ষেত্রে অন্তরায় ও মুক্তচিন্তার পথে বাধা হয়ে উঠবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ১৯৭১ এর নয় মাসের প্রতিটি ঘটনার সমর্থনে দালিলিক প্রমাণ নেই; যা অনেক সময় ভুক্তভোগী বা সরাসরি ঘটনায় অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে কয়েকটি রাজনৈতিক ধারার সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল; যার মধ্যে শুধুমাত্র একটিকে বেছে নেয়া হবে সরকার মনোনীত একটিমাত্র ধারাকে স্বীকৃতি দেয়া এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্য ধারাগুলোর অবদানকে অস্বীকার করা। এই সব বিষয় নিয়ে মতপ্রকাশ বা গবেষণা করতে গেলে এই আইন তার অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে এবং রাজনৈতিকভাবে তা অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করবে। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো নতুন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে কোনো লেখা, মত প্রকাশ বা মন্তব্য করা অথবা নতুনভাবে কোনো বিষয়কে ব্যাখ্যা করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই আইনে যে কেউ মামলা করার বিধান থাকায় মামলার সংখ্যা ভবিষ্যতে কীরকম হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এই আইন পাশ হলে তা হবে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ সংবিধানে চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা আছে।

বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)'র ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিধান রেখে বিল চূড়ান্ত

৪৪. ১৮ মে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)'র ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিধান রেখে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন বিল ২০১৬ চূড়ান্ত করেছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। এই বিলে কোন এনজিও বা এনজিওর কর্মকর্তা সংবিধান বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিরূপ বা অশোভন কোন মন্তব্য করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। সংসদ, বিচার বিভাগ, আইন কমিশন, নির্বাচন কমিশন ও এ্যাটর্নি জেনারেল সম্পর্কে কোন বিরূপ বা অশোভন মন্তব্য করা হয়েছে মর্মে সরকারের কাছে প্রতীয়মান হলে এই প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করা যাবে।[৬১] উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ২ জুন 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৪'-এর খসড়া আইনকে অনুমোদন দেয় মন্ত্রীসভা। যা আবারো যাঁচাই-বাছাই করে বিল আকারে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই বিলটি আইন হিসেবে পাশ হলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আরো সঙ্কুচিত হবে এবং বেসরকারী সংস্থাগুলো বিশেষ

[৫৮] প্রথম আলো, ১০ মে ২০১৬
[৫৯] প্রথম আলো, ১৭ মে ২০১৬
[৬০] প্রথম আলো, ১০ মে ২০১৬
[৬১] ডেইলি স্টার এবং মানবজমিন, ১৯ মে ২০১৬

করে মানবাধিকার সংস্থা যারা নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে কাজ করে এবং ভিক্টিমদের প্রতি অবিচারের প্রতিকার চায়, তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

পত্রিকা বন্ধের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত

৪৫.প্রেস কাউন্সিলের রায় বা আদেশ অমান্য করলে কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার প্রকাশনা সর্বোচ্চ তিন দিন বন্ধ রাখা অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা করার বিধান রেখে প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে প্রেস কাউন্সিল। সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার নতুন নতুন সব আইন তৈরী করছে বলে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন।[৬২] এর আগে জেল-জরিমানার বিধান রেখে নিবর্তনমূলক 'জাতীয় সম্প্রচার আইন' ২০১৬ এর খসড়া প্রকাশ করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। এই 'জাতীয় সম্প্রচার আইন' এর বিধিবিধান বা প্রবিধান লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ তিন মাসের কারাদণ্ড এবং কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেয়া যাবে।

র‍্যাবের নজরদারীতে সোশ্যাল মিডিয়া

৪৬.সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নজরদারী করার জন্য র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের 'স্ন্যাপট্রেন্ডস' নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি সফটওয়্যার আনা হয়েছে। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টোগ্রাম, গুগল প্লাস, ইউটিউব ও ওয়ার্ডপ্রেসসহ সব ধরনের ব্লগের তথ্য র‍্যাব সংগ্রহ করতে পারবে এবং যে সব পোস্ট সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের পক্ষে 'ক্ষতিকর' মনে করা হবে সেসব পোস্টের সূত্র ধরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে সরকার।[৬৩]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩)

৪৭.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩) বলবৎ আছে। ফেসবুকে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবার এর বিরুদ্ধে লেখার জন্য নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ এবং ২০১৩) ব্যবহার করে ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ১০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিচে দুটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলোঃ

৪৮.গত ১৫ ফেব্রুয়ারি 'ইসলাম বিতর্ক' নামের একটি বইয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার বিষয় থাকার অভিযোগে ব-দ্বীপ প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী ও লেখক শামসুজ্জোহা মানিক ও তাঁর ভাই শামসুল আলম এবং বইটির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান শব্দকলি প্রিন্টার্সের স্বত্বাধিকারী ফকির তসলিমকে শাহবাগ থানা পুলিশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭(২) ধারায় গ্রেফতার করেছে। একই দিনে একুশে বই মেলায় ব-দ্বীপ প্রকাশনের স্টল বন্ধ এবং 'ইসলাম বিতর্ক' নামের বইটি জব্দ করা হয়।[৬৪] গত ৯ জুন যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক রেল মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের ছবি ব্যঙ্গ করে নিজের ফেসবুকে পোস্ট করার অভিযোগে ফার্নিচার দোকানের কর্মচারী হুমায়ন কবিরকে কেশবপুর থানা পুলিশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭(২) ধারায় গ্রেফতার করে।[৬৫]

---

[৬২] যুগান্তর, ৩ মে ২০১৬
[৬৩] মানবজমিন, ৯ মে ২০১৬
[৬৪] প্রথম আলো, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৬৫] নয়াদিগন্ত, ১১ জুন ২০১৬

ঙ.সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৪৯.*অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ৩৫ জন সাংবাদিক আহত, ১০ জন লাঞ্ছিত, ৬ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

৫০. সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। রাষ্ট্রীয় টিভি সম্পূর্নভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া সাংবাদিকদের ওপর ক্ষমতসীনদল আওয়ামী লীগ ও তাঁদের অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের হামলাসহ সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা ও দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রাখার ঘটনা অব্যাহত রেখেছে।

সাংবাদিকদের ওপর হামলা

৫১. ১৭ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম মহানগরের প্রবর্তক মোড়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের মিছিল থেকে একজন মোটরসাইকেল আরোহীকে মারধরের দৃশ্য দৈনিক প্রথম আলোর চট্টগ্রামের ফটো সাংবাদিক জুয়েল শীল ক্যামেরাবন্দি করতে গেলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি রাশেদুল ও কলেজ ছাত্রসংসদের ভিপি নাভিদ আনজুম তানভির এর নেতৃত্বে তাঁকে বেধড়ক মারপিট করা হয়। পরে ক্যামেরা থেকে ছবি মুছে দিয়ে জুয়েল শীলকে অপমানজনকভাবে কান ধরে উঠবস করানো হয়।[৬৬]

মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে বিরতিহীন মামলা ও হয়রানি

৫২. ১১ ফেব্রুয়ারি ইংরেজী দৈনিক ডেইলি স্টার এর সম্পাদক মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৯ এর সহকারি সরকারি কৌঁসুলি মোস্তফিজুর রহমান ঢাকা মহানগর হাকিম স্নিগ্ধা রাণী চক্রবর্তীর আদালতে একটি নালিশি আবেদন করেন। আদালত এই বিষয়ে সরকারের অনুমোদন নিয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়। অভিযোগে বলা হয়, ২০০৭ এর এক-এগারোতে ক্ষমতায় আসা সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করার হীন প্রচেষ্টায় একটি সংস্থার নির্দেশনা বাস্তবায়নে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য মাহফুজ আনাম তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় (ডেইলি স্টার) মিথ্যা ও বিকৃত তথ্য প্রকাশ করেন, যা প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল।[৬৭] এরপর ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাষ্ট্রদ্রোহ ও মানহানির অভিযোগে মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জেলায় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও আন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ৭৯টি মামলা দায়ের করে। এরমধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে ১৭টি এবং মানহানির অভিযোগে ৬২টি মামলা দায়ের করা হয়।[৬৮] এরপর জাতীয় সংসদে মাহফুজ আনামকে গ্রেফতার ও তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা দায়ের এবং ডেইলি স্টার পত্রিকা বন্ধের দাবি জানানো হয়।[৬৯]

[৬৬] মানবজমিন, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৬৭] প্রথম আলো, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৬৮] ডেইলি স্টার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৬৯] যুগান্তর, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রবীণ সাংবাদিক শফিক রেহমান গ্রেফতার

৫৩.১৬ এপ্রিল সকালে সিনিয়র সাংবাদিক শফিক রেহমানকে (৮২) ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনের বাসবভন থেকে বৈশাখী টিভির সাংবাদিক পরিচয়ে দিয়ে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা (ডিবি) তাঁর বাড়িতে ঢুকে বিনা ওয়ারেন্টে তাঁকে গ্রেফতার করে। গোয়েন্দা পুলিশ শফিক রেহমানকে গ্রেফতারের বিষয়টি প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে তা স্বীকার করে। ঢাকার পল্টন থানায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ ও হত্যা পরিকল্পনার অভিযোগে দায়ের করা একটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে প্রথমে ৫ দিন এবং পরবর্তীতে আরো ৫ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। ২০ এপ্রিল শফিক রেহমানের স্ত্রী বিবিসি বাংলার প্রাক্তন সাংবাদিক তালেয়া রেহমান সংবাদ সম্মেলন করে শফিক রেহমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করে তাঁর মুক্তি দাবি করেন। ২৫ এপ্রিল তালেয়া রেহমান আরেকটি সংবাদ সম্মেলন করে শফিক রেহমানকে দফায় দফায় রিমান্ডে নেয়ায় তাঁর জীবনহানি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, শফিক রেহমান জয়ের হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে কোভাবেই জড়িত নন এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ শফিক রেহমান সম্পর্কে যেভাবে একপেশে, অসত্য ও বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করছেন তাঁতে তিনি শঙ্কিত যে, এই মামলার তদন্ত কাজ সঠিকভাবে এগোবে কিনা এবং তাঁরা ন্যায় বিচার পাবেন কিনা। বর্তমানে শফিক রেহমান কাশিমপুর কারাগারে আটক আছেন।[৭০]

তিন বছর ধরে জেলে আটক মাহমুদুর রহমান

৫৪.আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান (৬২) তিন বছরের বেশি সময় ধরে কারাগারে আটক আছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে হয়রানী অব্যাহত আছে। ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল ডিবি পুলিশ মাহমুদুর রহমানকে আমার দেশ পত্রিকা অফিস থেকে গ্রেফতার করে।[৭১] সারাদেশে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে মোট ৭২ টি মামলা দায়ের করা হয়, যার বেশির ভাগই মানহানি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। এরপর বিভিন্ন সময়ে দায়ের করা সবগুলো মামলায় তিনি জামিন পান এবং সর্বশেষ মামলায় ১৪ ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগ থেকে জামিন পাওয়ার পরও অপর একটি মামলায় প্রডাকশন ওয়ারেন্ট এর আদেশ প্রত্যাহারের পর মাহমুদুর রহমানের মুক্তির ক্ষেত্রে যখন কোন বাধাই ছিল না, তখন প্রডাকশন ওয়ারেন্ট এর আদেশ জেলখানায় পাঠাতে সময়ক্ষেপণ করার মধ্যে দিয়ে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে শাহবাগ থানায় বিস্ফোরক আইনে দায়ের হওয়া (মামলা নম্বর ৫০(১)/১৩) একটি মামলায় তাঁকে 'শ্যোন অ্যারেস্ট' দেখানো হয়।[৭২] এই মামলায়ও উচ্চ আদালত থেকে জামিন পান মাহামুদুর রহমান এবং তাঁর আইনজীবী তাঁর পক্ষে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে তাঁর মক্কেলকে যাতে আর কোন মামলায় 'শ্যোন অ্যারেস্ট' দেখানো না হয়, সেই জন্য আদালতের নির্দেশনা চান। সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এই আবেদন মঞ্জুর করে মাহামুদুর রহমানকে আর কোন মামলায় 'শ্যোন অ্যারেস্ট' না দেখানোর জন্য নির্দেশ দেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগের চেম্বার জজের কাছে আবেদন করলে চেম্বার জজ হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে দেন। ফলে গত ২৭ মার্চ মাহমুদুর রহমানকে মতিঝিল থানার একটি মামলায় 'শ্যোন অ্যারেস্ট' দেখিয়ে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়। ৬ এপ্রিল ঢাকা মহানগর হাকিমের আদালতে এই মামলার শুনানীর সময় মাহমুদুর রহমানের আইনজীবীরা বলেন, যে মামলায় তাঁকে গ্রেফতার ও রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে তার আগে থেকেই তিনি কারাগারে বন্দি আছেন। আদালত এই

[৭০] মানবজমিন, ২৬ এপ্রিল ২০১৬

[৭১] ২০১২ সালের ১৩ ডিসেম্বর তেজগাঁও থানায় মামলা দায়েরের পর থেকেই মাহমুদুর রহমান গ্রেপ্তার এড়াতে আমার দেশ অফিসে অবস্থান করছিলেন। উল্লেখ্য, মাহমুদুর রহমান বর্তমান সরকারের আমলে ২০১০ সালের ২ জুন গ্রেপ্তার হয়ে নয় মাস কারাগারে ছিলেন এবং তখনও তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিলো। সেই সময়েও সরকার আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিলো।

[৭২] নিউএজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

মামলার শুনানীর পর মামলায় গ্রেফতার দেখানো ও তাঁর রিমান্ডের ব্যাপারে আবেদন নাকচ করে দেয়।[৭৩] ১৬ এপ্রিল সিনিয়র সাংবাদিক শফিক রেহমানকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ ও হত্যা পরিকল্পনার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার করার পর এই মামলাতেও মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার দেখানো হয়।[৭৪] ২৫ এপ্রিল সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ ও হত্যা পরিকল্পনার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় আদালত মাহমুদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করলে মাহমুদুর রহমানকে কাশিমপুর কারাগার-২ থেকে ডিবি কার্যালয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।[৭৫] উল্লেখ্য এর আগে ২০১০ সালের ২১ এপ্রিল 'চেম্বার জজ মানে সরকার পক্ষের স্টে' এই শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করায় আদালত অবমাননার একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ২০১০ সালের ১৯ অগাস্ট মাহমুদুর রহমানকে ছয়মাসের কারাদণ্ড দেয়। ২০১৫ সালের ১৩ অগাস্ট ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত সম্পদের হিসাব চেয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের নোটিশের জবাব না দেয়ার অভিযোগে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে তিন বছরের কারাদণ্ড ও একলাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করে।

চ.ভিন্নমতাবলম্বি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ হত্যা

৫৫.জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এই ছয়মাসে দেশে ব্লগার, অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট, শিক্ষক, সমকামীদের অধিকার বিষয়ক ম্যাগাজিন এর সম্পাদক, পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক,বৌদ্ধ ভিক্ষু ও হিন্দু পুরোহিতসহ বেশ কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডগুলোর কয়েকটির দায় স্বীকার করেছে একটি চরমপন্থী সংগঠন। দেশে জবাবদিহীতামূলক শাসন ব্যবস্থার অভাবে বিরোধী ও ভিন্নমতালম্বীদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও নির্যাতন অব্যাহত থাকায় এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হওয়ায় দেশে চরমপন্থার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে এবং হত্যাসহ বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে।

৫৬.২১ ফেব্রুয়ারি পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলায় অভিরামপাড়ায় অবস্থিত শ্রী শ্রী সন্ত গৌরীয় মঠের প্রধান পুরোহিত ও অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর রায়ের ওপর দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।[৭৬] ৬ এপ্রিল রাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ও অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নাজিমউদ্দিন সামাদ সান্ধ্যকালীন ক্লাশ শেষ করে তাঁর গেণ্ডারিয়াস্থ মেসে ফেরার পথে লক্ষীবাজারের একরামপুর মোড়ে পাঁচ-ছয়জন দুর্বৃত্ত তাঁকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে এবং গুলি করে হত্যা করে। ফেসবুকের বিভিন্ন স্ট্যাটাসে নাজিম উদ্দিন ধর্মান্ধতা ও সরকারের সমালোচনা করে লেখালেখি করার কারণে তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে তাঁর পরিবার মনে করছে।[৭৭] ২৩ এপ্রিল সকাল আনুমানিক সাড়ে ৭ টায় রাজশাহী নগরীর বোয়ালিয়া থানার শালবাগান এলাকার বটতলা মোড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম সিদ্দিকী কে কুপিয়ে হত্যা করেছে অজ্ঞাত দুবৃর্ত্তরা।[৭৮] ২৫ এপ্রিল রাতে ঢাকার কলাবাগান থানাধীন উত্তর ধানমন্ডির বাসায় ঢুকে অজ্ঞাত দুবৃর্ত্তরা সমকামীদের অধিকার বিষয়ক ম্যাগাজিন 'রূপবান' এর সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত জুলহাজ মান্নান ও তাঁর বন্ধু মাহবুব রাব্বী তনয়কে কুপিয়ে হত্যা করে।[৭৯] ১৪ মে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার

[৭৩] নয়াদিগন্ত, ৭ এপ্রিল ২০১৬
[৭৪] মানবজমিন, ২৩ এপ্রিল ২০১৬
[৭৫] নয়াদিগন্ত, ২৬ এপ্রিল ২০১৬
[৭৬] মানবজমিন, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৭৭] প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০১৬
[৭৮] যুগান্তর, ২৪ এপ্রিল ২০১৬
[৭৯] প্রথম আলো, ২৬ এপ্রিল ২০১৬

বাইশারী ইউনিয়নের চাকপাড়া গ্রামের এক বৌদ্ধ বিহারে ধাম্মা ওয়াসা (৭০) নামের এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর লাশ পাওয়া যায়। দুবৃর্ত্তরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। গত ১৩ মে রাতে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ মনে করছে।[৮০] ৫ জুন দুপুর আনুমানিক ১২ টায় নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম বণপাড়া খ্রিষ্টান পল্লীর মা মারিয়া গির্জার পাশে সুনীল গোমেজ (৬০) নামে এক খ্রিষ্টান ধর্মালম্বী মুদি ব্যবসায়ীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। একটি চরমপন্থী সংগঠন এই হত্যার দায় স্বীকার করেছে।[৮১] ৭ জুন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নলডাঙ্গা ইউনিয়নের মহিষাডাঙ্গা গ্রামে নলডাঙ্গা শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলী মন্দিরে যাওয়ার সময় মোটর সাইকেলে আসা তিন দুবৃর্ত্ত তাঁকে গলা কেটে হত্য করে। একটি চরমপন্থী সংগঠন এই হত্যার দায় স্বীকার করেছে।[৮২]

৫৭. মতপ্রকাশ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভয়াবহ দমনপীড়ন অব্যাহত থাকার পরিণিতি হিসেবে রাজনীতিতে চরমপন্থার সম্ভাবনা সম্পর্কে মানবাধিকার কর্মীরা বারবার সাবধান করলেও দমনপীড়ন অব্যাহত থেকেছে এবং চরমপন্থা দমনের নামে ক্ষমতাসীনরা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও যে কোন বিরোধীমততে কঠোরভাবে দমন করার নীতি অব্যাহত থেকেছে। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির এই বিনাশ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ একটি মহা দুর্যোগপূর্ন অবস্থার দিকে ধাবিত হবে, যা পুরো দক্ষিণ এশিয়ার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

ছ. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সহিংসতা

৫৮. জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক ও তাঁদের উপাসনালয়ে হামলার অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে। এসময় হিন্দু ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের ৫ জন নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে। অতীতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর সংঘঠিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলোর রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। বিভিন্ন সময়ে স্বার্থান্বেষী মহল হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের সম্পদের ওপর হামলা করেছে এবং বিভিন্ন জেলায় তাঁদের উপাসনালয়গুলোতে পরিকল্পিতভাবে আগুন দিয়েছে অথবা ভেঙে ফেলেছে।[৮৩] গত ২২ এপ্রিল এক সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ পর্যায়ে রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদ। সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি প্রায় তিনগুণ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। গত তিনমাসে ৭৩২টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁরা দাবি করেছেন। এরমধ্যে হত্যা, আহত করা, অপহরণ, গণধর্ষণ এবং জমিজমা, ঘরবাড়ি. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও উচ্ছেদের ঘটনা রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তরা স্থানীয় প্রশাসনকে প্রভাবিত করে ঘটনার পরবর্তীতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে বলে জানানো হয়। এমনকি মামলা চলাকালীন অবস্থায় অথবা আদালতের নিষোধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সম্পত্তি দখলের বেশ কয়েকটি ঘটনাও ঘটেছে। সংগঠনটি ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের অনেক নেতা এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনায় সম্পৃক্ত রয়েছেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন।[৮৪]

৫৯. ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোর রাতে পঞ্চগড় জেলার অটোয়ারী উপজেলার আলোয়াখোয়া ইউনিয়নের মোলানী শ্রী শ্রী হরি মন্দিরের একটি গম্বুজ ভেঙে ফেলাসহ অন্যান্য অংশ ভাংচুর করে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা।[৮৫] ৩ মার্চ গভীর রাতে চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার তিতারকান্দি গ্রামের দাসবাড়িতে শ্রীশ্রীহরি মন্দিরের তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে

[৮০] নয়াদিগন্ত, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৮১] মানবজমিন, ৬ জুন ২০১৬
[৮২] যুগান্তর, ৮ জুন ২০১৬
[৮৩] স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে প্রতিটি নির্বাচনের পরেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা করা হয়েছে এবং তা এখনও হচ্ছে। এই হামলাগুলোর ঘটনায় বিভিন্ন সময়ে আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াত এর জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে।
[৮৪] মানবজমিন, ২৩ এপ্রিল ২০১৬
[৮৫] মানবজমিন, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

সেখানে স্থাপিত রাধাকৃষ্ণের প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলে একদল অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত।[৮৬] নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুরি উপজেলার চাকুয়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম জুয়েল আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দীতা করায় আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হন। ফলে ১১ মার্চ আবুল কালাম আজাদের ছেলে সৌরভসহ প্রায় অর্ধশতাধিক সমর্থক নৌকা প্রতীকের শ্লোগান দিয়ে পাতরা গ্রামে নুরুল ইসলাম জুয়েলের নির্বাচনী ক্যাম্পে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম জুয়েলের সমর্থকরা পাতরা গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক সত্যেন্দ্র সরকার, দীপক সরকার, দেবল সরকার ও সঞ্চলতা দেবীর বাড়িঘরে হামলা করে ভাচুর করে। হামলাকারীরা সেখানকার কালীমন্দিরেও হামলা চালায় ।[৮৭]

জ. গণপিটুনীতে মৃত্যু

৬০.জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ৩৪ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন বলে জানা যায়।

৬১.প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা থেকেই মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে বলে *অধিকার* মনে করে।

৬২. খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলা, কুষ্টিয়া জেলা, মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলা ও চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলায় ধারাবাহিক গুপ্তহত্যা ও চরমপন্থী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় মানুষদের হাতে লাঠি-বাঁশি তুলে দিয়েছে পুলিশ।[৮৮]

৬৩. পুলিশ জনগণের নিরাপত্তা দেয়া ও হামলার ঘটনা তদন্ত করার পরিবর্তে জনসাধারনকে আইন নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করছে।

ঝ. সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

৬৪.*অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে বিএসএফ ১৫ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। এঁদের মধ্যে ১৩ জনকে গুলিতে এবং ২ জনকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ১৭ জন বাংলাদেশীকে বিএসএফ আহত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১১ জন বিএসএফ'র গুলিতে ও ৬ জন নির্যাতনে আহত হয়েছেন। এই সময়ে বিএসএফ কর্তৃক অপহৃত হন ১৭ জন বাংলাদেশী।

৬৫.২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত ছিল। ভারত একদিকে বাংলাদেশকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছে, অন্য দিকে আগ্রাসী বিএসএফএর হাতে হতাহতের ব্যাপারে দায় এড়ানোর জন্য বিভিন্ন অজুহাত খাড়া করছে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট চালাচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ২০১৬ সালের ১১ মে থেকে ১৬ মে পর্যন্ত ঢাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) এর মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠক চলাকালেই বিএসএফ সদস্যরা চুয়াডাঙ্গায় এক স্কুল ছাত্রকে গুলি করে হত্যা

[৮৬] প্রথম আলো, ৫ মার্চ ২০১৬
[৮৭] নয়াদিগন্ত, ১৪ মার্চ ২০১৬
[৮৮] যুগান্তর, ১৬ জুন ২০১৬

করে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কিছুতেই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না। এই সময়কালে বিএসএফএর গুলিতে এবং নির্যাতনে কুড়িগ্রাম জেলার আব্দুল বারেক (৩৫), আব্দুল গণি, মনছের আলী (৫০), নওগাঁ জেলার জয়নাল আবেদীন (৩০), চুয়াডাঙ্গা জেলার সিহাব উদ্দিন (১৬), পঞ্চগড় জেলার সুজন (২২), রাজশাহী জেলার রনি খালাশী (২৫), চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বেনজির আহমেদ (২২), সেলিম উদ্দিন (২৪), শাহজাহান আলী ভুট্টো (৩৫) ও জোবদুল হক ভাদু (৩৫), দিনাজপুর জেলার আইয়ুব আলী (৩৫), নুরুজ্জামান (২৬), কুষ্টিয়া জেলার মামুন (২৫) এবং সাতক্ষীরা জেলার মোহাম্মদ আজিহার রহমান (৩৪) মারা যান। [৮৯]

ঞ. শ্রমিকদের অধিকার

তৈরি পোশাক শিল্প

৬৬.জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় ১৪৩ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এছাড়া ৩ জন শ্রমিক আগুনে পুড়ে নিহত হয়েছেন ও ২৩ জন আহত হয়েছেন।

৬৭.তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর কারণে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরন স্বরূপ-

৬৮.নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার ত্রিশকাহনিয়া এলাকায় সিনহা গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত পৃথা ফ্যাশনের শ্রমিকদের মূল কাজের বাইরে মালিকপক্ষ ওভারটাইমএর ব্যাপারে দাবী-দাওয়ার সমাধান না করে ১৭ জানুয়ারি কারখানার গেট তালা বন্ধ করে দিয়ে গেটে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। এছাড়াও আগে থেকেই কারখানার কাছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ পাহারায় রাখে মালিক পক্ষ। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে কারখানার সামনে রুপসি-কাঞ্চন সড়কে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনায় ২৫ জন শ্রমিক আহত হন।[৯০] ১৬ জুন গাজীপুর জেলার কাথোরা এলাকায় নন্দন অ্যাপারেলস নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ারগ্যাস ছুঁড়ে। এই ঘটনায় ১০ জন শ্রমিক আহত হন।[৯১]

ট. নারীর প্রতি সহিংসতা

৬৯.জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিক্টিম ও সাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আধিপত্য, নারীর অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও গাণিতিকহারে সহিংসতার পরিমান বেড়েই চলেছে।

---

[৮৯] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

[৯০] মানবজমিন, ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[৯১] মানবজমিন, ১৭ জুন ২০১৬

যৌতুক সহিংসতা

৭০.জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ১০৪ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ৫২ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ৪৫ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ২ জন আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া যৌতুকের কারণে ৪ জন বিবাহিতা কিশোরী নিহত ও ১ জন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৭১.৪ জানুয়ারি শরিয়তপুরে গৃহবধু পলি আক্তার পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুক দিতে না পারায় তাঁর স্বামী জাহাঙ্গীর আকন তাঁকে মেরে গুরতরভাবে আহত করে। পরবর্তীতে পলি আক্তার শরিয়তপুর সদর হাসপাতালে মারা যান।[৯২] ১৫ ফেব্রুয়ারি পাবনা জেলায় শম্পা খাতুন (২৫) এর কাছ থেকে যৌতুকের টাকা না পেয়ে তাঁর স্বামী জাহিদ হোসেন ও তাঁর পরিবারের লোকজন শ্বাসরোধ করে তাঁকে হত্যা করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৯৩] ৩ মার্চ সাতক্ষীরা জেলার জান্নাতুল ফেরদৌস (১৮) নামে এক গৃহবধুকে তাঁর স্বামী রফিকুল ইসলাম ও শ্বশুড়বাড়ির লোকজন যৌতুকের জন্য পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৯৪] ১০ জুন শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাটের কোদালপুর গ্রামে যৌতুকের টাকার জন্য রাণী বেগম (২৮) নামে এক গৃহবধুকে তাঁর স্বামী আবদুল গনি গাজী হত্যা করে পালিয়ে যায়।[৯৫]

ধর্ষণ

৭২.জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে মোট ৩৭৫ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১১০ জন নারী, ২৫৯ জন মেয়ে শিশু এবং ৬ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১১০ জন নারীর মধ্যে ৯ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ৪৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। ২৫৯ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৭ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ৪৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জন মেয়ে শিশু আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ৭৭ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৭৩.১৪ জানুয়ারি হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলায় এক হিন্দু ধর্মালম্বী গৃহবধূর স্বামী ও ছেলে বাড়িতে না থাকার সুযোগে মনদোরি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস মিয়ার ছোট ভাই মনু মিয়া ও তার কয়েক সঙ্গী জোর করে বাড়িতে ঢুকে গৃহবধুকে ধর্ষণ করে। গৃহবধূর পরিবার এই ঘটনাটির ব্যাপারে গ্রামের মাতবরদের কাছে বিচার চায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মনু মিয়া তার সঙ্গীদের নিয়ে ১৮ জানুয়ারি আবারো ঐ গৃহবধুর বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্বামী ও ছেলেকে বেঁধে রেখে তাঁকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় মনু মিয়াকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।[৯৬] ২০ মার্চ সন্ধ্যায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ইতিহাস বিভাগের (অনার্স) ২য় বর্ষের ছাত্রী ও নাট্যকর্মী ১৯ বছর বয়সী সোহাগী জাহান তনু কুমিল্লার অলিপুর এলাকায় টিউশনীর মাধ্যমে ছাত্র পড়ানোর জন্য বাসা থেকে বের হওয়ার পর আর বাসায় ফিরে না আসায় তাঁকে তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার পর রাত আনুমানিক ১১টায় বাসার কাছেই কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের এক জঙ্গলে তাঁর লাশ পায়। পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করে। ৪ এপ্রিল প্রথম ময়না তদন্তের প্রতিবেদন দেয়া হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, তনুর মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হয়নি। প্রতিবেদনে মাথার পেছনের জখমের কথা গোপন করা হয় এবং গলার নিচের আঁচড়কে পোকার কামড় বলে উল্লেখ করা হয়। এই নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক ও প্রতিবাদের কারনে মেডিকেল বোর্ড গঠন করে দ্বিতীয় দফা লাশের ময়না তদন্ত করার নির্দেশ দেয় আদালত।

---

[৯২] নয়াদিগন্ত, ৮ জানুয়ারি ২০১৬
[৯৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাবনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৯৪] নয়াদিগন্ত, ৬ মার্চ ২০১৬
[৯৫] নয়াদিগন্ত, ১২ জুন ২০১৬
[৯৬]ডেইলি স্টার, ২২ জানুয়ারি ২০১৬

এরপর কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কামদা প্রসাদ সাহার নেতৃত্বে তিন সদস্যের মেডিকেল বোর্ড দ্বিতীয় দফা ময়না তদন্ত করে। এই সময় তনুর লাশ কবর থেকে তোলা হলে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য তনুর শরীর থেকে কিছু নমুনা নেয়া হয়। ডিএনএ পরীক্ষা করে ধর্ষণের (গণ ধর্ষন) আলামত পাওয়া গেছে বলে মামলার তদন্ত-তদারক কর্মকর্তা কুমিল্লা সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাহ আবিদ নিশ্চিত করেন।[৯৭] তবে দ্বিতীয় দফা ময়না তদন্ত প্রতিবেদনটিও মৃত্যুর কারণ ও ধর্ষণ বিষয়ে অস্পষ্টতা রেখে জমা দেয়া হয়।[৯৮] তনু হত্যাকাণ্ডের মতো আলোচিত ঘটনার দুই রিপোর্টের মধ্যে গরমিল থাকায় স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য ধর্ষণ-হত্যার ঘটনাগুলোর ময়নাতদন্ত সঠিক, স্বচ্ছ ও বাহ্যিক চাপ বহির্ভূতভাবে হচ্ছে কি-না এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অনেক ডাক্তারের বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহনের মাধ্যমে বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের চাপের কারণে তদন্ত রিপোর্ট পরিবর্তনের অভিযোগ রয়েছে, যা ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। ১১ জুন পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার এক হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মা ও তাঁর কলেজ পড়ুয়া মেয়ে কালাইয়া ইউনিয়নের শৌলা এলাকায় বেড়াতে যান। একপর্যায়ে তাঁদের পূর্বপরিচিত যুবলীগ কর্মী হারুন মৃধা বিকেলে ট্রলারে করে তাদের তেঁতুলিয়া নদীতে বেড়াতে নিয়ে যাবার পর সন্ধ্যায় একটি চরে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মোহাম্মদ রহিম মীর ,নূর আলম মল্লিক এবং যুবলীগ নেতা সোহেল মৃধাসহ ছয় যুবককে নিয়ে হারুন মৃধা তাঁদের ধর্ষণ করে। [৯৯]

যৌন হয়রানি

৭৪.জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে মোট ১৩১ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ২ জন আত্মহত্যা করেছেন, ১০ জন আহত, ২১ জন লাঞ্ছিত, ৩ জন অপহৃত ও ৯৫ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে বা তাদের পরিবারের সদস্যদের আক্রমণে ২ জন পুরুষ নিহত হয়েছেন। এছাড়াও ৫০ জন পুরুষ ও ৫ জন নারী আহত হয়েছেন।

৭৫.নারীর প্রতি যৌন হয়রানির ঘটনা অব্যাহত আছে। ২০১৫ সালের ১৪ এপ্রিল নববর্ষের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ফটকের পাশে দুবৃর্ত্তরা অনেক নারীর ওপর যৌন আক্রমণ চালায়। কিশোরী হতে শুরু করে সব বয়সের বিভিন্ন নারী এই সময় যৌন আক্রমণের শিকার হন। প্রায় এক বছর কাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকার এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কোন অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে পারেনি।

৭৬.২১ জানুয়ারি ঢাকা থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরতে আসা একটি ছেলে ও মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌরঙ্গী এলাকায় মারধর ও লাঞ্ছিত করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের তিন কর্মী, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী জামশেদ আলম ও বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান।[১০০]১৮ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এক ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলের আবাসিক এলাকায় ছাত্র পড়িয়ে তাঁর নিজ হলে (কুয়েত-মৈত্রী হল) ফেরার পথে তাঁকে উদ্দেশ্য করে মাস্টারদা সূর্য সেন হল শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের উপ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মিসকাত হুসাইন অশ্লীল মন্তব্য করে। এই সময় ওই ছাত্রী এর প্রতিবাদ করলে মিসকাত হুসাইন তাঁকে লাঞ্ছিত করে।[১০১] ৭ জুন নারায়ণগঞ্জ জেলার রপগঞ্জ উপজেলার মাহেনা বটেরচারা এলাকায় ৭ম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে স্থানীয় রায়হান, সজিব, ওয়াসিম ও সাহাবুদ্দিনসহ কয়েকজন বখাটে যুবক উত্ত্যক্ত করার

[৯৭] প্রথম আলো, ১৭ মে ২০১৬
[৯৮] প্রথম আলো, ১৩ জুন ২০১৬
[৯৯] প্রতম আলো, ২৪ জুন ২০১৬/ অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পটুয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১০০] যুগান্তর, ২৩ জানুয়ারি ২০১৬
[১০১] যুগান্তর, ২০ মার্চ ২০১৬

কারনে মেয়েটির বাবা মজিবুর রহমান ও তাঁর ভাই মারুফ এর প্রতিবাদ করলে বখাটেরা তাঁদের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁদের আহত করে।[১০২]

এসিড সহিংসতা

৭৭.জানুয়ারি থেকে জুন এই ছয় মাসে ২০ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৫ জন নারী, ২ জন পুরুষ, ২ জন বালিকা এবং ১ জন বালক।

৭৮.৫ জানুয়ারি ভোর আনুমানিক ৪টায় পূর্বশত্রুতার জের ধরে ঢাকার মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে সোনিয়া আক্তার নামে এক গৃহবধুকে আরমান, আজিজ, আনোয়ার ও সানোয়ার নামে ৪ দুর্বৃত্ত ঘরের জানালা দিয়ে এসিড ছুঁড়ে মারলে সোনিয়া আক্তারের দুই হাত, কোমড়, পিঠসহ শরীরের ৬০ শতাংশ এসিডে ঝলসে যায়।[১০৩] ৪ মে সন্ধ্যায় রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামে দীপা রুবাইয়া রিতু (১৬) নামে ১০ম শ্রেণীতে পড়া এক মাদ্রাসা ছাত্রী বাড়িতে লেখাপড়া করার সময় জানালা দিয়ে দুবৃর্ত্তরা তাঁর ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে রুবাইয়া রিতুর মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়।[১০৪]

ঠ.মিরপুরের কল্যাণপুর পোড়াবস্তি উচ্ছেদ অভিযান

৭৯.গত ২১ জানুয়ারি মিরপুরের কল্যাণপুর পোড়াবস্তিতে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। এর আগে বস্তিবাসীকে সরে যাওয়ার জন্য মাত্র দুইঘন্টা সময় দেয়া হয়। এক পর্যায়ে বস্তিবাসী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললে পুলিশ ও বস্তিবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত এবং বিজয় নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হন। সংঘর্ষকালে পুরো বস্তি ও আশেপাশের এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। অমানবিক দুর্ভোর্গের শিকার হয়ে প্রচন্ড শীতে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেন বস্তির নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা। সংঘর্ষ চলাকালেই গণপূর্ত বিভাগের লোকজন দুটি বুলডোজার দিয়ে দুদিক থেকে বস্তি উচ্ছেদ করতে থাকে। এদের সহয়তা করে পুলিশ এবং যুবলীগের নেতা-কর্মীরা। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর কল্যানপুরের ওই বস্তির ব্যাপারে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। ওই আদেশ বিভিন্ন মেয়াদে বাড়ানোর পর ২০০৭ সালের ১৭ জানুয়ারি মূল মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে বলে আবারো আদেশ দেয় আদালত। ২১ জানুয়ারি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বস্তি উচ্ছেদ শুরু করলে একই দিনে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি তরিকুল হাকিম ও বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্ত্তীর ডিভিশন বেঞ্চে স্থগিতাদেশ থাকার পরও বস্তি উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং বস্তিবাসীদের হয়রানি করা হচ্ছে মর্মে বিষয়টি নজরে আনা হলে এই বেঞ্চ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা কার্যক্রমকে বেআইনি বলে উল্লেখ করে আবারো তিন মাসের স্থগিতাদেশ দেয়।[১০৫] অপরদিকে হাইকোর্ট বিভাগের স্থগিতাদেশের এক দিন পর ২২ জানুয়ারি বস্তিতে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনায় বস্তিবাসীরা ক্ষমতাসীনদলের সংসদ সদস্য আসলামুল হককে দায়ী করেছে। আগুনে বস্তির ১০০টি ঘর পুড়ে যায় এবং নিম্ন আয়ের ৩০০ এর অধিক পরিবার গৃহহীন হয়। [১০৬]

[১০২]যুগান্তর, ৮ জুন ২০১৬
[১০৩] যুগান্তর, ৬ জানুয়ারি ২০১৬
[১০৪] নয়াদিগন্ত, ৬ মে ২০১৬
[১০৫] মানবজমিন, ২২ জানুয়ারি ২০১৬
[১০৬] নিউএজ, ২৩ জানুয়ারি ২০১৬

ড. মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

নির্বাচন পর্যবেক্ষণকালে অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী গুলিবিদ্ধ

৮০.*অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও এনটিভি-র সাংবাদিক মোহাম্মদ আফজাল হোসেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ৩১ মার্চ ২০১৬ সকাল আনুমানিক ১০:০০টায় ভোলা সদর উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের ২নং রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে যান। ওই কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেট ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা ভোট কেন্দ্র দখল করে জাল ভোট দেয়ার ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। সরকারী দলের লোকেরা ভোটারদের চেয়ারম্যান প্রার্থীর ব্যালট পেপার না দিয়ে নিজেরাই তাতে ভোট দিতে থাকে। আফজাল হোসেন এইসব অনিয়মের দৃশ্য ভিডিও করতে থাকেন। ভিডিও করার একপর্যায়ে জেলা আওয়ামী লীগের একজন নেতা[১০৭] এসে আফজালকে ভিডিও করতে নিষেধ করেন। বেলা আনুমানিক ১২:০০ টায় নির্বাচন নিয়ে রিপোর্ট তৈরী করার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসা তথ্যগুলো একত্রিত করছিলেন আফজাল। এইসময় তিনি দেখতে পান, একজন পুলিশ কনস্টেবল ভোটকেন্দ্রের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁর শটগানে গুলি লোড করছে। এর কিছুক্ষণ পরেই, ওই পুলিশ কনস্টেবল আফজালের কাছে এসে ২-৩ ফুট দূর থেকে তার বাম পায়ের হাঁটুর নিচে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে আফজাল মাটিতে পড়ে যান। এরপর তাঁকে তাঁর সহকর্মী অন্যান্য সাংবাদিকেরা ভোলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর, চিকিৎসকরা আফজালের পায়ে অস্ত্রোপচার করে তাঁর পা থেকে ৩টি শটগানের পেলেট বের করেন। গুলিবর্ষণকারী ওই কনস্টেবলের নাম জুলহাস বলে জানা গেছে।[১০৮]

অধিকারের কর্মকাণ্ডে বাধা

৮১.এরমধ্যে অধিকার দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃকও হয়রানির শিকার হয়েছে। ২০১৩ সালের অগাস্টে সরকার *অধিকারকে* হেনস্তা করা শুরু করলে একই সঙ্গে দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে ও *অধিকার* এর আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয় । অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা উপ-পরিচালক হারুন অর রশীদ প্রায় দেড় বছর ধরে তদন্ত করে বিষয়টি নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তির সুপারিশ করলেও সেটি কমিশনের কাছে সন্তোষজনক না হওয়ায় নতুনভাবে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং দুদকের উপ পরিচালক জালালউদ্দিন আহাম্মদকে দায়িত্ব দেয়া হয়।[১০৯] গত ২২ মে বিকেল সাড়ে ৫ টায় দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ পরিচালক জালালউদ্দিন আহাম্মদ স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ অধিকার এর সেক্রেটারী আদিলুর রহমান খান এর কাছে আসে। এটা ছিল 'অধিকার' এর বিরুদ্ধে দুদকের মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ এনে সংগঠনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ ও গ্রহণ বিষয়ক নোটিশ। উল্লেখযোগ্য যে, বিদেশ হতে 'অধিকার' এর নামে '৯৭,০০০' ইউরো স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে রেমিটেন্স হিসেবে আসার কথা দুদক উল্লেখ করলেও তার কোন তারিখ উল্লেখ করেনি। মূলত: 'অধিকার' এর নামে কখনোও ৯৭,০০০ ইউরো স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে রেমিটেন্স হিসেবে আসেনি। বরং গত ০৮/০৭/২০১৩ তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রকল্পের ২য় বর্ষের অর্থ ৯৭,৫০১.০৭ ইউরো এর সমপরিমান ৯,৪৮৭,০১০.১১ টাকা (৯৭.৩০ টাকা হারে) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র অনুমতি সাপেক্ষে 'অধিকার' এর স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের মাদার একাউন্ট এ জমা হয়। উল্লেখিত তহবিল থেকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র অনুমতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে অর্থ উত্তোলন ও প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তা ব্যয় করা হয়। অধিকার এই সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র উপ পরিচালক জালালউদ্দিন আহাম্মদকে পাঠিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র

[১০৭] আফজাল হোসেনের নিরাপত্তার জন্য জেলা আওয়ামী লীগের নেতার নাম প্রকাশ করা হলো না
[১০৮] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[১০৯] নয়াদিগন্ত, ১২ মার্চ ২০১৫

অনুমোদনপ্রাপ্ত অর্থ খরচের হিসাব দাতাসংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র অনুমোদিত অডিট কোম্পানি কর্তৃক অডিট করার পর উভয় প্রতিষ্ঠানে অডিট রিপোর্টও জমা দেয়া আছে। এরপর গত ২০ জুন অধিকারএর বিরুদ্ধে মানি লনডারিংএর অভিযোগ তদন্তে প্রমানিত হয় নাই বলে তা নথীভুক্ত করা হয়েছে মর্মে একটি চিঠি পান *অধিকারএর* সেক্রেটারী আদিলুর রহমান খান।

৮২. মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে সেগুলো বন্ধ করার ব্যাপারে সোচ্চার থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের রোষাণলে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার প্রতিবেদন *অধিকার* প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন কারাগারে আটক রাখা হয়। ১১ অগাস্ট ২০১৩ ডিবি পুলিশের সদস্যরা *অধিকারএ* এসে বহু বছর ধরে সংগৃহীত ভিকটিমদের বিষয়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল ও গোপনীয় তথ্য সম্বলিত দুটি সিপিইউ ও তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে যায়; যা আজ অবধি *অধিকার* ফেরত পায়নি। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ গত ৩০ অগাস্ট ২০১৫ 'গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস' এর অনুষ্ঠান গুমের শিকার ভিকটিম পরিবারগুলোর সদস্যদের সঙ্গে অধিকারকে পালন করতে দেয়নি সরকার।

৮৩. এছাড়া *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য দুই বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

সুপারিশসমূহ

১. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে হতাহতের ও সহিংসতার সঙ্গে জড়িতদের বিচার করতে হবে। অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং অকার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৩. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৪. আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। গণগ্রেফতার ও কারাগারে মানবাধিকার লংঘন বন্ধ করতে হবে।

৬. বাঁশখালী হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্য ও তাদের সহযোগিদের গ্রেফতার করতে হবে। গ্রামবাসীদের ওপর হামলা, মামলা ও নির্বাচারে গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।

৭. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। প্রবীণ সাংবাদিক শফিক রেহমান, দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এবং নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ রাজনৈতিক কারণে আটক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে । ডেইলি স্টার পত্রিকার সম্পাদক মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে আনীত মামলাগুলো প্রত্যাহারসহ তাঁকে হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। ব্লগার, শিক্ষক, ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিক হত্যার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

৮. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহতকারী ইন্টারনেটের ওপর নজরদারী বন্ধ করতে হবে। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬' নামে নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন বন্ধ করতে হবে। প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) এ পত্রিকা বন্ধের ধারা বাতিল করতে হবে।

৯. নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ব্লগার অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট, শিক্ষক, সমকামীদের অধিকার বিষয়ক ম্যাগাজিন এর সম্পাদক এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের হত্যার সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

১০. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিম পরিবারগুলোকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে।

১৩. নারীর প্রতি সহিংসতা সংশ্লিষ্ট ময়নাতদন্ত রিপোর্টগুলোকে সব ধরনের চাপ ও প্রভাব মুক্তভাবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. পুনর্বাসন ছাড়া বস্তিবাসীদের তাঁদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না।

১৫. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।

১৬. দুর্নীতি দমন কমিশনের সমস্ত কর্মকর্তাদের আয়-ব্যায়ের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। দুদককে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য এর জনবল নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।